বাংলাদেশে
শিল্পকারখানা স্থাপন
আইনগত, প্রাতিষ্ঠানিক এবং প্রায়োগিক বিষয়াবলী

হেলেন মাশিয়াত প্রিয়তী
খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
Centre for Policy Dialogue (CPD)

german cooperation
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

Implemented by:
giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

বাংলাদেশে শিল্পকারখানা স্থাপন

তৈরি পোশাক, চামড়াজাত পণ্য, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং ওষুধশিল্প খাতে আইনগত, প্রাতিষ্ঠানিক এবং প্রায়োগিক বিষয়াবলী*

হেলেন মাশিয়াত প্রিয়তী
খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

*তৈরি পোশাক, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ওষুধশিল্প এবং চামড়াজাত পণ্য— এই চার খাতে শিল্পকারখানা স্থাপনের জন্য নিবন্ধন, লাইসেন্স এবং সনদ গ্রহণ সম্পর্কিত নানাবিধ তথ্য-উপাত্ত ও নথিসমূহ সহজে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছে তুলে ধরার জন্য সিপিডি সম্প্রতি একটি ওয়েবসাইট চালু করেছে (ওয়েব সাইট: www.factorysetupbd.com)

প্রকাশক

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) *এবং* **জিআইজেড বাংলাদেশ**

প্রথম প্রকাশ

সেপ্টেম্বর ২০২২

লেখক সম্পর্কে

হেলেন মাশিয়াত প্রিয়তী সিপিডি'র একজন গবেষণা সহযোগী এবং ড. *খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম* সিপিডি'র গবেষণা পরিচালক।

এই বইটিতে অন্তর্ভুক্ত গবেষণা উপাত্ত ও মতামত একান্তভাবে লেখকদের নিজস্ব। এর সাথে সিপিডি'র বা জিআইজেড-এর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকতে পারে।

প্রচ্ছদ

অভ্র ভট্টাচার্য

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে একটি শিল্পকারখানা স্থাপন বেশ সময়সাপেক্ষ ও জটিল এক প্রক্রিয়া। নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, শিল্পকারখানা স্থাপনের জন্য লাইসেন্স, সনদ অনুমোদন বা নিবন্ধনের ক্ষেত্রে কী কী প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কোথায় জমা দিতে হবে, সেসব তথ্য সঠিকভাবে জানতে পারা একজন উদ্যোক্তার জন্য কঠিন বিষয়। অধিকন্তু, সব খাতের জন্য লাইসেন্স, নিবন্ধন বা সনদ পাওয়ার প্রক্রিয়াটি একরকম নয়। দেশে শিল্প ও অর্থনীতির প্রসার ঘটার সাথে সাথে এসব শিল্পকারখানার জন্য প্রয়োজনীয় কমপ্লায়েন্স বা আবশ্যিক শর্তসমূহ (যেমন- ভবন নির্মাণে নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা এবং পরিবেশগত নিরাপত্তা) অনুসরণ করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য হলো, শিল্পকারখানা স্থাপনে বিভিন্ন আইনগত, প্রতিষ্ঠানিক ও প্রায়োগিক বিষয়সমূহ উপস্থাপন করা। মূলত চারটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প খাত— তৈরি পোশাক, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ওষুধশিল্প এবং চামড়াজাত পণ্য— এই চার খাতে শিল্পকারখানা স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত ও নথিসমূহ কীভাবে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের কাছে সহজলভ্য করে তোলা যায় সে বিষয়টিই এ গবেষণা প্রতিবেদনের মূল প্রতিপাদ্য।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই গবেষণা প্রতিবেদনটি প্রকাশে সিপিডি'র ভিজিটিং রিসার্চ ফেলো এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম)-এর *অধ্যাপক ড. শাহ মো: আহসান হাবীব*কে তাঁর মূল্যবান গবেষণা সহায়তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হচ্ছে।

সিপিডি'র ডায়লগ বিভাগের যুগ্ম পরিচালক *অভ্র ভট্টাচার্য* এবং *জ্যেষ্ঠ* প্রকাশনা সহযোগী *ফারাহ নুসরাত* এ প্রতিবেদনটি প্রকাশে যে একনিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন সে জন্য তাঁদের প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা। প্রতিবেদনটি ইংরেজি থেকে বাংলায় ভাষান্তরের জন্য মো. মাসুম বিল্লাহ-কে ধন্যবাদ।

আন্তরিক ধন্যবাদ জিআইজেড বাংলাদেশ-কে, বিশেষ করে *ড. মাইকেল ক্লোড*-কে।

সেইসঙ্গে ধন্যবাদ বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সেসকল কর্মকর্তাকে যারা এ গবেষণার নানান পর্যায়ে সহযোগিতা করেছেন।

সূচি

সারসংক্ষেপ তিন
কৃতজ্ঞতা স্বীকার চার

১. ভূমিকা ১

২. গবেষণা পদ্ধতি ১

৩. টার্গেটেড খাতে শিল্পকারখানা স্থাপনে প্রাতিষ্ঠানিক আবশ্যিক শর্তসমূহ ২

৩.১ কারখানা স্থাপনের জন্য বাধ্যতামূলক লাইসেন্স, নিবন্ধন ও সনদ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা
৩.২ কারখানা স্থাপনের জন্য খাতনির্দিষ্ট লাইসেন্স, নিবন্ধন ও সনদ গ্রহণের প্রাধিকার

৪. ভবন নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স, নিবন্ধন ও সনদ প্রদানকারী দায়িত্বরত কর্তৃপক্ষসমূহ ৪

৪.১ রাজউক থেকে নির্মাণ অনুমোদন গ্রহণ
৪.২ সিটি কর্পোরেশন থেকে নির্মাণ অনুমোদন
৪.২.১ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন থেকে নির্মাণ অনুমোদন
৪.২.২ নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন থেকে নির্মাণ অনুমোদন
৪.৩ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ থেকে নির্মাণ অনুমোদন গ্রহণ
৪.৩.১ চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ) থেকে নির্মাণ অনুমোদন গ্রহণ
৪.৩.২ খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ থেকে ভবনের অনুমোদন

৫. অগ্নি নিরাপত্তা লাইসেন্স প্রদানে দায়িত্বরত কর্তৃপক্ষসমূহ ৭

৫.১ এফএসসিডি থেকে অগ্নি নিরাপত্তা লাইসেন্স গ্রহণ
৫.২ বহুতল ভবনের জন্য এফএসসিডির বিশেষ নিরাপত্তা অনুমোদিত

৬. পরিবেশগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য দায়িত্বরত কর্তৃপক্ষসমূহ ৮

৬.১. পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে পরিবেশ ছাড়পত্র গ্রহণ
৬.২ ডাইফি থেকে কারখানার লাইসেন্স গ্রহণ
৬.৩ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর থেকে প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স গ্রহণ

৭. বিশেষ ধরনের লাইসেন্স প্রদানে দায়িত্বরত কর্তৃপক্ষসমূহ ১০

৭.১ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর ডিজিডিএ থেকে ফার্মাসিউটিক্যাল প্রতিষ্ঠানের ড্রাগ লাইসেন্স গ্রহণ
৭.২ খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের জন্য বিএসটিআই থেকে মান সনদ গ্রহণ

৮. সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ ১০

৮.১ প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় আবশ্যিক শর্তাবলী পূরণের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ঘাটতিসমূহ
৮.২ বিভিন্ন শর্ত পরিপালনে আইনগত দিকসমূহে ঘাটতি

৯. উপসংহার এবং সুপারিশসমূহ ১২

পরিশিষ্ট ১৪

পরিশিষ্ট ১ : টার্গেটেড খাতে কারখানা স্থাপনের শর্তাবলি
পরিশিষ্ট ২ : রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক খাতের নিরীক্ষা/মানদণ্ড
পরিশিষ্ট ৩ : রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় (ইপিজেড) কারখানা স্থাপন
পরিশিষ্ট ৪ : অনানুষ্ঠানিক আরএমজি কারখানা ব্যবস্থাপনায় সরকারি সংস্থার পরিকল্পনা

সারণি, চিত্র, পরিশিষ্ট সারণি

সারণি ১ : বাংলাদেশে কারখানার কমপ্লায়েন্সের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন লাইসেন্স ও সনদসমূহ ২
সারণি ২ : রাজউক থেকে ভবনের নির্মাণ অনুমোদন প্রাপ্তির শর্তসমূহ ৫
সারণি ৩ : ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (ডিসিসি) থেকে ভবনের অনুমোদনপ্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলি ৬
সারণি ৪ : নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন (এনসিসি) থেকে ভবনের অনুমোদন প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্রের তালিকা ৬
সারণি ৫ : সিডিএ থেকে ভবনের অনুমোদন নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রক্রিয়া ৭
সারণি ৬ : কেডিএ থেকে নির্মাণ অনুমোদন প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া ৭
সারণি ৭ : এফএসসিডি থেকে অগ্নি নিরাপত্তা লাইসেন্স প্রাপ্তি ৮
সারণি ৮ : এফএসসিডি থেকে অগ্নি নিরাপত্তা প্ল্যান প্রাপ্তি ৮
সারণি ৯ : পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে পরিবেশ ছাড়পত্র গ্রহণ ৮
সারণি ১০ : ডাইফি থেকে কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রাপ্তি ৯
সারণি ১১ : ডাইফি থেকে কারখানা অথবা প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স গ্রহণ ৯
সারণি ১২ : ডিজিডিএ থেকে ফার্মাসিউটিক্যাল প্রতিষ্ঠানের ড্রাগ লাইসেন্স গ্রহণ ১০
সারণি ১৩ : বিএসটিআই থেকে মান সনদ গ্রহণ ১০

চিত্র-১: খাতভিত্তিক লাইসেন্স, নিবন্ধন ও সনদ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ৩

পরিশিষ্ট সারণি ১: নিরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র ১৬
পরিশিষ্ট সারণি ২: সাবকন্ট্রাক্টিং নির্দেশিকার বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ ২১

১. ভূমিকা

বাংলাদেশে নতুন করে একটি ব্যবসা দাঁড় করানো একটি চলমান ব্যবসা পরিচালনার মতোই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ব্যবসা শুরুর পুরো প্রক্রিয়াটা অত্যন্ত দীর্ঘ ও সময়সাপেক্ষ, কারণ এর জন্য অনেকগুলো লাইসেন্স, অনুমোদন ও সনদ গ্রহণ এবং নথি পত্র জমাদানের বিষয়টি জড়িত। আরও নির্দিষ্ট করতে বলতে গেলে, একটি লাইসেন্স বা সনদ বা অনুমোদন পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র কোথায় জমা দিতে হবে, সেটি সঠিকভাবে জানতে পারাও একজন উদ্যোক্তার জন্য অত্যন্ত কঠিন বিষয়। অধিকন্তু, সব খাতের জন্য লাইসেন্স ও অনুমতিপত্র পাওয়ার প্রক্রিয়া একই রকম নয়। তবে সময়ের সাথে সাথে যেহেতু দেশের শিল্প ও অর্থনীতির ব্যাপক প্রসার ঘটছে, তাই এসব শিল্পকারখানাগুলোর জন্য প্রযোজ্য বিভিন্ন শর্তাবলী বা কমপ্লায়েন্স (ভবন নির্মাণ, সামাজিক ও পরিবেশগত) কঠোরভাবে অনুসরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

প্রাথমিকভাবে একজন কারখানা মালিককে যেসব প্রতিষ্ঠান ও কর্তৃপক্ষ থেকে অনুমোদন নিতে হয়, তার মধ্যে রয়েছে– রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), একাধিক সিটি কর্পোরেশন, উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসমূহ, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স (এফএসসিডি) থেকে অগ্নিনিরাপত্তা বিষয়ক লাইসেন্স, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর বা ডাইফি থেকে কারখানা লে-আউট প্ল্যান অনুমোদন ও ছাড়পত্র গ্রহণ, পরিবেশ অধিদপ্তর (ডিওই) থেকে পরিবেশ ছাড়পত্র গ্রহণ, বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) থেকে নিবন্ধন গ্রহণ এবং ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর (ডিজিডিএ) থেকে লাইসেন্স গ্রহণ। বিভিন্ন আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী এসব লাইসেন্স ও অনুমতি গ্রহণের বিষয়ে বাধ্যবাধকতা আরোপিত আছে।

ম্যানুফ্যাকচারিং বা উৎপাদন খাতে বিনিয়োগের জন্য বেশকিছু প্রতিষ্ঠিত ও উদীয়মান শিল্প খাতকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ শিল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে— তৈরি পোশাক (আরএমজি), খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ফার্মাসিউটিক্যালস বা ওষুধশিল্প, এবং চামড়াজাত পণ্য। দেশীয় ও বিদেশি উভয় ধরনের বিনিয়োগকারীর জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিভিন্ন ধাপের বিষয়ে যথাযথ তথ্য-উপাত্তের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। কারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে যেসব তথ্য-উপাত্ত প্রয়োজন হয় তার অধিকাংশই কারখানার বিভিন্ন লাইসেন্স, নিবন্ধন ও সনদ গ্রহণ সংক্রান্ত। এসব তথ্য-উপাত্ত যদি বিনিয়োগকারীদের জন্য সহজলভ্য করা যেত, তাহলে তাদের জন্য বিনিয়োগের প্রস্তুতি নিতে সুবিধা হত।

এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য হলো শিল্পকারখানা স্থাপনে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক, প্রয়োগিক ও আইনগত আবশ্যিক শর্তসমূহ উপস্থাপন করা। প্রতিবেদনের মূল লক্ষ্যবস্তু হলো উল্লেখিত চারখাতে কারখানা স্থাপনের জন্য বিভিন্ন সরকারি সংস্থা থেকে নিবন্ধন, লাইসেন্স ও সনদ গ্রহণ-সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত ও নথিসমূহের প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করা এবং সেগুলো সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের কাছে তুলে ধরা। ভবন ও পরিবেশগত নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক, পরিচালনগত ও আইনি আবশ্যিক শর্তসমূহের গুরুত্বকে বিবেচনায় রেখে এ সংশ্লিষ্ট নানান তথ্য-উপাত্তের তীব্র ঘাটতির বিষয়টিকে এ প্রতিবেদনে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে।

২. গবেষণা পদ্ধতি

এ প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক (সেকেন্ডারি) উভয় উৎস থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে বিভিন্ন ওয়েবসাইট এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি ও রাষ্ট্রীয় সংস্থা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এর বাইরে দায়িত্বশীল বিভিন্ন সংস্থার সাচিবিক কার্যালয়, কিংবা বাপা, বেপজা, এফএসসিডি, ডাইফি, বিটিএ এবং বিকেএমইএ-এর মতো বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা থেকে সরাসরি তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহের জন্য সরকারি কর্মকর্তা ও বেসরকারি খাতে বেশ কয়েকটি পুরুত্বপূর্ণ তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার (কেআইআই) পরিচালনা করা হয়েছে। দু'টি কেআইআই পরিচালিত হয়েছে সরকারি খাতে এবং একটি পরিচালিত হয়েছে বেসরকারি খাতে। এছাড়া শ্রমিক প্রতিনিধিদের মাঝে একটি কেআইআই এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে আরএসসি'র সঙ্গে একটি কেআইআই পরিচালিত হয়।[১]

[১] একটি কেআইআই ডাইফি'র সাথে,
একটি কেআইআই এফএসসিডি'র সাথে,
একটি কেআইআই বিটিএর সাথে,
একটি কেআইআই বিকেএমইএ'র সাথে,
একটি কেআইআই শ্রমিক প্রতিনিধির সাথে এবং
একটি কেআইআই আরএসসি'র সাথে অনুষ্ঠিত হয়।

৩. টার্গেটেড খাতে শিল্পকারখানা স্থাপনে প্রাতিষ্ঠানিক আবশ্যিক শর্তসমূহ

৩.১ কারখানা স্থাপনের জন্য বাধ্যতামূলক লাইসেন্স, নিবন্ধন ও সনদ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা

টার্গেটেড চারটি খাতের যেকোনো খাতে (তৈরি পোশাক, চামড়াজাত পণ্য, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং ফার্মাসিউটিক্যাল) শিল্পকারখানা স্থাপনের জন্য পরিবেশগত ও সামাজিক নিবন্ধন, লাইসেন্স ও সনদের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়িক নথিপত্র (ডকুমেন্টস) প্রয়োজন হয়। আর এসব নথিপত্রের তালিকা বেশ দীর্ঘ।

৩.২ কারখানা স্থাপনের জন্য খাতনির্দিষ্ট লাইসেন্স, নিবন্ধন ও সনদ গ্রহণের প্রাধিকার

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান তৈরি পোশাক (আরএমজি) কারখানাগুলোকে বেশ কিছু বিশেষ অনুশাসন মেনে চলতে হয়। এ খাতে বিশ্বের শীর্ষ সবুজ কারখানার সাতটির অবস্থানই বাংলাদেশে। সার্বিকভাবে আরএমজি খাতে নিরাপত্তা পরিস্থিতি

সারণি ১: বাংলাদেশে কারখানার কমপ্লায়েন্সের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন লাইসেন্স ও সনদসমূহ

- রপ্তানি নিবন্ধন সনদ (ERC)
- আমদানি নিবন্ধন সনদ (IRC)
- যৌথ মূলধনি কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর (RJSC)
- কোম্পানির নামের ছাড়পত্র
- মূল্য সংযোজন কর (মূসক বা ভ্যাট) নিবন্ধন সনদ
- ট্রেড লাইসেন্স (ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের জন্য)
- করদাতা শনাক্তরণ নম্বর (টিন)
- রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোতে (ইপিবি) তালিকাভুক্তির সনদ
- ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট
- মেমোরেন্ডাম অব আর্টিকেল
- ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেট
- বন্ড লাইসেন্স ও সাধারণ বন্ড
- বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (PDB) অনুমতিপত্র
- বিডার নিবন্ধন (স্থানীয় ও বিদেশি বিনিয়োগ প্রকল্পের জন্য)
- অস্থায়ী আইআরসি/বিডা সুপারিশনামা
- বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স
- পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট
- নির্মাণ সনদ
- পেটেন্ট ট্রেডমার্ক নিবন্ধন সনদ
- মেধাস্বত্ব নিবন্ধন
- বিদেশি কর্মীদের জন্য ওয়ার্ক পারমিট

সূত্র: বিভিন্ন ব্যবসা উদ্যোগ শুরুর লাইসেন্স কার্যক্রম থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

অন্যান্য খাতের তুলনায় বেশ ভালো হলেও এক্ষেত্রে আরও অনেক পথ পাড়ি দেওয়া বাকি রয়েছে। বিশেষ করে এ খাতের ক্ষুদ্র ও মাঝারি কারখানাগুলোয় নিরাপত্তাব্যবস্থা এখন পর্যন্ত সন্তোষজনক নয়। অনেক ক্ষেত্রে উদ্যোক্তারা একটি নিরাপদ কর্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা এবং সেই কর্মক্ষেত্রকে নিরাপদ রাখার জন্য যে লাইসেন্স থাকা প্রয়োজন, সে সম্পর্কে সচেতন নন। সেই লাইসেন্সগুলোও নিয়মিত নবায়ন করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের চামড়াজাত পণ্যের শিল্পকারখানাগুলো সামগ্রিকভাবে শিল্প সুরক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত নানান ত্রুটির কারণে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়। চামড়াজাত পণ্যের কারখানার জন্য নিরাপত্তা-সম্পর্কিত লাইসেন্স গ্রহণ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এ কারখানাগুলো বিপুল পরিমাণ তরল বর্জ্য ও রাসায়নিক বর্জ্য উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণ ও অবক্ষয়ের ক্ষেত্রে চামড়াজাত পণ্যের বর্তমান ভূমিকাটি বিবেচনাস্বরূপ এ খাতে নিরাপত্তা-সংক্রান্ত লাইসেন্সিং বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে।

অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রে বাংলাদেশে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গত কয়েক বছরে ত্বরিত প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। খাদ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করার পাশাপাশি এ খাতে গুণমান নিশ্চিত করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্যের মান নিশ্চিত করার বিষয়টি মানুষের স্বাস্থ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। হাশেম ফুড ফ্যাক্টরিতে দুর্ঘটনায় অন্তত ৫৪ জন (তাদের মধ্যে ১৭ জন শিশু) প্রাণ হারানোর পর এ খাতের কারখানাগুলোয় নিরাপদ ও মানসম্মত পরিবেশ বজায় রাখার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। নিরাপত্তা-সংক্রান্ত লাইসেন্সগুলো যাতে নিয়মিত নবায়ন করা হয়, সে বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষকে নিশ্চিত করতে হবে।

আরএমজির পর ফার্মাসিউটিক্যাল বা ওষুধশিল্পকে পরবর্তী সম্ভাবনাময় রপ্তানি খাত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ শিল্পে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ওষুধ তৈরি করা হয় এবং দেশীয় মানবসম্পদই এ খাতে প্রধান ভূমিকা পালন করে। ওষুধ ও ওষুধজাতীয় পণ্যের সংবেদনশীলতার পাশাপাশি মানবস্বাস্থ্যের সঙ্গে এর সম্পৃক্ততার বিষয়টি বিবেচনা করে এ খাতে সামাজিক, শিল্প ও পরিবেশগত নিরাপত্তার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন। মানসম্পন্ন ওষুধ উৎপাদন এবং প্রত্যাশিত কর্মপরিবেশ বজায় রাখার জন্য এ খাতে কারখানা স্থাপনে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন বাধ্যতামূলক।

চিত্র-১: খাতভিত্তিক লাইসেন্স, নিবন্ধন ও সনদ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা[১]

তৈরি পোশাক	চামড়াজাত পণ্য	খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ	ওষুধশিল্প
রাজউক থেকে নির্মাণ অনুমোদন	রাজউক থেকে নির্মাণ অনুমোদন	রাজউক থেকে নির্মাণ অনুমোদন	রাজউক থেকে নির্মাণ অনুমোদন
ডিসিসি থেকে নির্মাণ অনুমোদন	ডিসিসি থেকে নির্মাণ অনুমোদন	ডিসিসি থেকে নির্মাণ অনুমোদন	ডিসিসি থেকে নির্মাণ অনুমোদন
এনসিসি থেকে নির্মাণ অনুমোদন	এনসিসি থেকে নির্মাণ অনুমোদন	এনসিসি থেকে নির্মাণ অনুমোদন	এনসিসি থেকে নির্মাণ অনুমোদন
সিডিএ থেকে নির্মাণ অনুমোদন	সিডিএ থেকে নির্মাণ অনুমোদন	সিডিএ থেকে নির্মাণ অনুমোদন	সিডিএ থেকে নির্মাণ অনুমোদন
কেডিএ থেকে নির্মাণ অনুমোদন	কেডিএ থেকে নির্মাণ অনুমোদন	কেডিএ থেকে নির্মাণ অনুমোদন	কেডিএ থেকে নির্মাণ অনুমোদন
এফএসসিডি থেকে অগ্নি নিরাপত্তা সনদ	এফএসসিডি থেকে অগ্নি নিরাপত্তা সনদ	এফএসসিডি থেকে অগ্নি নিরাপত্তা সনদ	এফএসসিডি থেকে অগ্নি নিরাপত্তা সনদ
এফএসসিডি থেকে অগ্নি নিরাপত্তা পরিকল্পনা	এফএসসিডি থেকে অগ্নি নিরাপত্তা পরিকল্পনা	এফএসসিডি থেকে অগ্নি নিরাপত্তা পরিকল্পনা	এফএসসিডি থেকে অগ্নি নিরাপত্তা পরিকল্পনা
পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে পরিবেশ ছাড়পত্র গ্রহণ	পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে পরিবেশ ছাড়পত্র গ্রহণ	পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে পরিবেশ ছাড়পত্র গ্রহণ	পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে পরিবেশ ছাড়পত্র গ্রহণ
ডাইফি থেকে কারখানা লাইসেন্স গ্রহণ	ডাইফি থেকে কারখানা লাইসেন্স গ্রহণ	ডাইফি থেকে কারখানা লাইসেন্স গ্রহণ	ডাইফি থেকে কারখানা লাইসেন্স গ্রহণ
ডাইফি থেকে প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স গ্রহণ	ডাইফি থেকে প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স গ্রহণ	ডাইফি থেকে প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স গ্রহণ	ডাইফি থেকে প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স গ্রহণ
ইপিজেড কারখানার জন্য ইপিজেড লাইসেন্স গ্রহণ		বিএসটিআই থেকে মান সনদ গ্রহণ	ডিজিডিএ থেকে ড্রাগ লাইসেন্স গ্রহণ

সূত্র: বিভিন্ন উৎস থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

[১]আয়তকার বাক্সগুলোয় প্রয়োজনীয় সাধারণ লাইসেন্সিং, নিবন্ধন এবং সনদ গ্রহণের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে এবং বৃত্তাকার বাক্সগুলোতে বিশেষ ধরনের লাইসেন্সের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।

পরিবেশ ও নিরাপত্তা-সম্পর্কিত প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে বেশকিছু বিধিবিধান সম্পর্কিত। এসব বিধিবিধানের মধ্যে রয়েছে বয়লার আইন ১৯২৩ (২০২২ সালের ৬নং আইন দ্বারা রহিত), বাংলাদেশ বয়লার প্রবিধানমালা ১৯৫১ (২০০৭ সালে সংশোধিত), অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন ২০০৩, অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ বিধিমালা ২০১৪, ফায়ার সার্ভিস বিধিমালা ১৯৬১, বিদ্যুৎ বিধিমালা ২০২০, গ্যাস বিপণন বিধানাবলি ২০১৪, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন ২০০৩, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন (সংশোধিত ২০০৫), বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন (সংশোধিত ২০১০), বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম আইন ১৯৭৪, বাংলাদেশ গ্যাস আইন ২০১০, বিস্ফোরক আইন ১৯৮৪, বিস্ফোরক পদার্থ আইন ১৯০৮, বিস্ফোরক বিধি ২০০৪, কার্বাইড বিধিমালা ২০০৩, গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা ১৯৯১, পেট্রোলিয়াম আইন ২০১৬, খনি ও খনিজ সম্পদ নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন আইন ১৯৯২, খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা ২০১২, সিএনজি বিধিমালা ২০০৫, জাতীয় পরিবেশ নীতিমালা ২০১৮, পরিবেশ আইন সংকলন, পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০০০, ২০০২), বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩, ২০১৮), বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম আইন ২০১৯, শ্রম বিধিমালা ২০১৫। (কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবিধানের বিস্তারিত পরিশিষ্ট ১-এ উল্লেখ করা হয়েছে)।

৪. ভবন নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স, নিবন্ধন ও সনদ প্রদানকারী দায়িত্বরত কর্তৃপক্ষসমূহ

এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন লাইসেন্স, নিবন্ধন ও সনদ ইস্যু করার দায়িত্ব পালন করে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা। এসব সংস্থার মধ্যে রয়েছে রাজউক, সিটি কর্পোরেশন এবং অন্যান্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ।

৪.১ রাজউক থেকে নির্মাণ অনুমোদন গ্রহণ

একটি ভবন কারখানা স্থাপনের জন্য উপযুক্ত ও নিরাপদ কিনা, তা নিশ্চিত করার জন্য ভবন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। যেসব উদ্যোক্তা রাজধানীতে কারখানা স্থাপন করতে চান, তাদের নিম্নলিখিত কাগজপত্র জমা দিয়ে রাজউক থেকে নির্মাণ অনুমোদন সংগ্রহ করতে হবে।

সারণি ২: রাজউক থেকে ভবনের নির্মাণ অনুমোদন প্রাপ্তির শর্তসমূহ[২]

অত্যাবশ্যকীয় কাগজপত্রসমূহ	অন্যান্য কাগজপত্র	ছাড়পত্র	সনদ	ভবনের অঙ্কন ও মানচিত্র	ডিইইডি (যেসব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)	কর পরিশোধের রশিদ ও স্বাক্ষর	অন্যান্য
• দায়মুক্তির সনদ(Indemnity Bond) • ড্রয়িং অটোক্যাড (ডিডব্লিউজি)	• গ্যাজেট অনুযায়ী গৃহীত পদক্ষেপ • সিটি জরিপ পর্চা • বরাদ্দ পত্রের কপি • ডুপ্লিকেট কার্বন রশিদের ছায়ালিপি (DCR) • মোক্তারনামার (পাওয়ার অব অ্যাটর্নি) ছায়ালিপি • ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি • মোট ফ্লোর এলাকা অনুপাতের (এফএআর) হিসাব নথি • উপকরণের নথি • সরকারের বরাদ্দকৃত জমি/প্লটের বরাদ্দপত্র • নামজারি পত্রের কপি • জাতীয় পরিচয়পত্রের (NID) কপি	• বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ থেকে প্রাপ্ত ছাড়পত্রের কপি • বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র • গৃহায়ন ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের ছাড়পত্র • পরিবেশ ছাড়পত্র • কী পয়েন্ট ইন্সটলেশন প্রতিরক্ষা কমিটির (KPIDC) ছাড়পত্রের কপি • স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (SSF) থেকে প্রাপ্ত ছাড়পত্রের কপি • তিতাস গ্যাসের ছাড়পত্র	• সিটি কর্পোরেশন সনদ • ডিসি ট্রাফিকের সনদ • ডেভেলপারের রাজউকে তালিকাভুক্তির সনদ • বিদ্যুতায়নের সনদ • নিয়োজিত সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের তালিকাভুক্তির সনদ • ফায়ার সার্ভিসের সনদ • ভূমি ব্যবহারের ছাড়পত্র সনদ • বিশেষ প্রকল্প অনুমোদন সনদ • ওয়াসা সনদ	• অ্যামোনিয়া শিট (JPG) • অটো ক্যাড (DWG) • পুরাতন অঙ্কন (ড্রয়িং) নথি (৩ আরসির জন্য) • খসড়া জরিপ মানচিত্র • গেজেটভিত্তিক মানচিত্র ও চুক্তির বিবরণ • মৌজা মানচিত্র • প্লট সংযোজন মানচিত্র	• হেবা দলিল • ইজারা চুক্তির দলিল • মালিকানার দলিল • ক্রয়চুক্তি	• ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের কপি • গৃহকর (হোল্ডিং ট্যাক্স) পরিশোধের রশিদ • ইঞ্জিনিয়ারের সাক্ষরকের কপি	• স্থপতির স্বাক্ষর করা নকশার কপি • প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্যান্য নথিপত্র (নির্মাণ অনুমতি) • প্লট জয়েনিং পেপার • রিভিশনাল সেটেলমেন্ট (আরএস) পর্চা • মাটি পরীক্ষার প্রতিবেদন (যদি খাতে) • অঙ্গীকারনামা • স্বত্বাধিকারীর ছবি

সূত্র: রাজউক ওয়েবসাইট।

৪.২ সিটি কর্পোরেশন থেকে নির্মাণ অনুমোদন

কোনো ভবনে কারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন-গুলোরও অনুমোদন দেওয়ার এখতিয়ার আছে। তবে এই প্রতিবেদনে কেবল ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কারণ এ দু'টি সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কারখানা সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।

৪.২.১ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন থেকে নির্মাণ অনুমোদন

ঢাকা শহরে কোনো নির্মাণকাজ পরিচালনার জন্য কেবল রাজউকের অনুমোদনই যথেষ্ট নয়, এক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন থেকেও অনুমোদন নিতে হয়। ভবনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শনে রাজউকের কিছু অবহেলা পরিলক্ষিত হওয়ার পর সিটি কর্পোরেশনকেও ভবনের অনুমোদন দেওয়ার বিষয়টি পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

সারণি ৩: ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (ডিসিসি) থেকে ভবনের অনুমোদনপ্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলি

লাইসেন্সের নাম	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র
ডিসিসি থেকে ভবনের অনুমতি	১. ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বহুতল ভবন নির্মাণের আবেদনের ক্ষেত্রে পূরণকৃত অনাপত্তিপত্র (এনওসি)
	২. চালানের মাধ্যমে আবেদন ফি বাবদ ২০৫ টাকা জমা
	৩. জমির মালিক যদি অন্য কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে আবেদন করতে চান, তাহলে সেই ব্যক্তির অনুকূলে প্রদত্ত আমমোক্তারনামার (পাওয়ার অব অ্যাটর্নি) সত্যায়িত কপি
	৪. জমির মালিকানার কাগজপত্র
	৫. হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধের সত্যায়িত কপি
	৬. ভবনের অঙ্কন ও নকশা
	৭. ৩০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তির বিন্যাস লিপিবদ্ধকরণ

সূত্র: ডিসিসি ওয়েবসাইট থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

৪.২.২ নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন থেকে নির্মাণ অনুমোদন

নারায়ণগঞ্জ একটি শিল্পঘন এলাকা। আর কমপ্লায়েন্সের ঘাটতি আছে এমন কারখানার সংখ্যা এখানে সবচেয়ে বেশি। নারায়ণগঞ্জ এলাকায় কারখানা গড়ে তুলতে চাইলে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন থেকে অনুমোদন নিতে হবে। এ অনুমোদন প্রাপ্তির জন্য নিম্নলিখিত কাগজপত্র প্রয়োজন হবে।

সারণি ৪: নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন (এনসিসি) থেকে ভবনের অনুমোদন প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্রের তালিকা

লাইসেন্সের নাম	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র
এনসিসি থেকে ভবনের অনুমতি (ভবন নিরাপত্তা)	সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বরাবর একটি লিখিত আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। এ আবেদনের সঙ্গে নিম্নোক্ত কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে:
	১. আবেদন ফি জমা দেওয়ার চালান
	২. জমা দেওয়া ফর্মের প্রাপ্তিস্বীকারপত্রের এক কপি (ক্রমিক নম্বর ও অর্থের পরিমাণসহ)
	৩. জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) অথবা পাসপোর্টের কপি
	৪. টিন সনদের কপি
	৫. জমির মালিকানার কাগজপত্র
	৬. ভবনের অঙ্কন ও নকশা

সূত্র: এনসিসি ওয়েবসাইট থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

৪.৩ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ থেকে নির্মাণ অনুমোদন গ্রহণ

সিটি কর্পোরেশনের অনুরূপভাবে বিভিন্ন নগরীর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ভবনের অনুমোদন দেওয়ার এক্তিয়ার রয়েছে। যেমন ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম ও খুলনায় অনকে কলকারখানা রয়েছে। এ গবেষণায় কেবল চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ) ও খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে (কেডিএ) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৪.৩.১ চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ) থেকে নির্মাণ অনুমোদন গ্রহণ

নারায়ণগঞ্জের মতো কারখানা চট্টগ্রামেও অনেক শিল্পকারখানা অবস্থিত। যেসব কারখানা চট্টগ্রামে গড়ে উঠবে, সেগুলোকে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ) থেকে অনুমোদন নিতে হবে।

সারণি ৫: সিডিএ থেকে ভবনের অনুমোদন নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রক্রিয়া

লাইসেন্সের নাম	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র
সিডিএ থেকে ভবনের অনুমতি (ভবন নিরাপত্তা)	পিডিএফ ফরম্যাটে নিম্নলিখিত কাগজপত্রাদি জমা দিতে হবে:
	আবেদন ফি জমা দেওয়ার চালানের কপি
	২. জমা দেওয়া ফর্মের রশিদের কপি (ক্রমিক নম্বর ও অর্থের পরিমাণসহ)
	৩. জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) অথবা পাসপোর্টের কপি
	৪. টিন সনদের কপি
	৫. উত্তরাধিকার সূত্রে জমির মালিক হলে
	ক. আরএস ও বিএস খতিয়ানের স্ক্যান কপি
	খ. ওয়ারিশনামা সনদের কপি
	৬. ক্রয়সূত্রে মালিক হলে:
	ক. বিএস নামজারি/মূল নামজারি খতিয়ানের স্ক্যান কপি
	খ. মূল দাতা ও গ্রহীতার নামসহ দলিলে উল্লেখিত বিস্তারিত বিবরণ-সম্পর্কিত পৃষ্ঠাগুলোর স্ক্যান কপি
	৭. অনুমোদিত পরিকল্পিত এলাকা (আবাসিক/বাণিজ্যিক/শিল্প ইত্যাদি)
	ক. বিএস নামজারি খতিয়ানের স্ক্যান কপি
	খ. জমির মালিকানার মূল সনদের স্ক্যান কপি
	গ. দাতার নাম-সংবলিত পৃষ্ঠা, প্লট বরাদ্দের মূল দলিলের বিবরণ/ইজারা চুক্তি ও ইজারা চুক্তির শর্তসমূহের স্ক্যান কপি
	৮. মূল আমমোক্তারনামার স্ক্যান কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
	৯. মূল ইজারা চুক্তির সত্যায়িত স্ক্যান কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
	১০. মৌজা ম্যাপ (এ-থ্রি/এ-ফোর সাইজ)
	১১. লোকেশন ম্যাপ (এ-থ্রি/এ-ফোর সাইজ)

সূত্র: সিডিএ ওয়েবসাইট ও অন্যান্য উৎস থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

৪.৩.২ খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ থেকে ভবনের অনুমোদন

খুলনা একটি বিভাগীয় শহর। সেখানেও বেশ কিছু কারখানার অবস্থান রয়েছে। খুলনায় কারখানা স্থাপন করতে চাইলে খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কেডিএ) থেকে ভবনের অনুমোদন নিতে হয়।

সারণি ৬: কেডিএ থেকে নির্মাণ অনুমোদন প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া

অনুমোদনের নাম	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র
কেডিএ থেকে ভবন নির্মাণ (ভবন নিরাপত্তা)	১. কাঙ্ক্ষিত স্থানে কারখানা স্থাপন করতে চাইলে কেডিএ কার্যালয়ে ওই জমির আরএস মৌজা ম্যাপ জমা দিতে হবে।
	২. কেডিএ থেকে ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে এবং উদ্যোক্তা সশরীরে হাজির হয়ে আবেদন করতে পারেন।

সূত্র: কেডিএ ওয়েবসাইট ও অন্যান্য উৎস থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

৫. অগ্নি নিরাপত্তা লাইসেন্স প্রদানে দায়িত্বরত কর্তৃপক্ষসমূহ

বাংলাদেশের শিল্প খাতে অগ্নি নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিতভাবে একটি প্রশ্নবিদ্ধ বিষয়। কারণ এ দেশে যেসব শিল্প দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়, সেগুলো মূলত অগ্নি দুর্ঘটনা। ২০২১ সালের জুন থেকে ২০২২ সালের মার্চ পর্যন্ত দেশের শিল্প খাতে অগ্নি দুর্ঘটনাসহ মোট ১৫৭টি দুর্ঘটনা ঘটেছে। কাজেই বহুতল ভবনে শিল্পকারখানার কার্যক্রম শুরুর আগে অগ্নি নিরাপত্তা-সংক্রান্ত লাইসেন্স এবং অগ্নি নিরাপত্তা পরিকল্পনা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিল্পকারখানা চালুর আগে সকল খাতের কারখানাগুলোর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বা এফএসসিডি থেকে অগ্নি নিরাপত্তা লাইসেন্স গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৫.১ এফএসসিডি থেকে অগ্নি নিরাপত্তা লাইসেন্স গ্রহণ

কোনো ব্যবসা বা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু করার ক্ষেত্রে এফএসসিডি থেকে অগ্নি নিরাপত্তা লাইসেন্স গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অগ্নি নিরাপত্তা লাইসেন্স প্রতিবছর হালনাগাদ করতে হয় এবং ফায়ার সার্ভিসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা নিয়মিত কারখানা পরিদর্শন করেন। অগ্নি নিরাপত্তা লাইসেন্স পাওয়ার ক্ষেত্রে এফএসসিডিতে নিম্নলিখিত কাগজপত্র জমা দিতে হয়।

সারণি ৭: এফএসসিডি থেকে অগ্নি নিরাপত্তা লাইসেন্স প্রাপ্তি

অনুমোদনের নাম	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র
এফএসসিডি থেকে অগ্নি নিরাপত্তা লাইসেন্স গ্রহণ	১. মূল্যায়ন (অ্যাসেসমেন্ট) ফর্ম
	২. নির্দিষ্ট আবেদন ফর্ম/অনলাইন আবেদন পূরণ করা
	৩. জমির চুক্তিপত্র
	৪. জমি বা স্থাপনা বিষয়ে কোনো মামলা নেই মর্মে ছাড়পত্র
	৫. ট্রেড লাইসেন্স
	৬. অনাপত্তিপত্র (এনওসি), নিরাপত্তা পরিকল্পনা (সাত তলা বা তার বেশি উচ্চতার ভবনের ক্ষেত্রে)
	৭. ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের মাধ্যমে প্রণীত ভবনের নকশা
	৮. লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে মেমোরেন্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশন
	৯. চুক্তিপত্রের দলিল
	১০. বেপজা থেকে প্রাপ্ত কভার লেটার (ইপিজেড কারখানার ক্ষেত্রে)

সূত্র: এফএসসিডি ওয়েবসাইট ও অন্যান্য উৎস থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

৫.২ বহুতল ভবনের জন্য এফএসসিডির বিশেষ নিরাপত্তা অনুমোদিত

যেসব বহুতল ভবনের উচ্চতা ছয়তলার বেশি, সেগুলোকে এফএসসিডি থেকে এই বিশেষ ধরনের অনুমতি নিতে হয়। এই অনুমোদনের জন্য একজন উদ্যোক্তাকে নিম্নে উল্লেখিত নথিপত্র জমা দিতে হয়।

সারণি ৮: এফএসসিডি থেকে অগ্নি নিরাপত্তা প্ল্যান প্রাপ্তি

অনুমোদনের নাম	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র
বহুতল ভবনের জন্য এফএসসিডি থেকে অগ্নি নিরাপত্তা প্ল্যান প্রাপ্তি	১. মূল্যায়ন (অ্যাসেসমেন্ট) ফর্ম
	২. নির্দিষ্ট আবেদন ফর্ম/অনলাইন আবেদন পূরণ করা
	৩. জমির চুক্তিপত্র
	৪. জমি বা স্থাপনা বিষয়ে কোনো মামলা নেই মর্মে ছাড়পত্র
	৫. ট্রেড লাইসেন্স
	৬. অনাপত্তিপত্র (এনওসি), নিরাপত্তা পরিকল্পনা (সাত তলা বা তার বেশি উচ্চতার ভবনের ক্ষেত্রে)

(সারণি ৮ চলবে)

(সারণি ৮ চলবে)

অনুমোদনের নাম	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র
	৭. ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের মাধ্যমে প্রণীত ভবনের নকশা
	৮. লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে মেমোরেন্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশন
	৯. চুক্তিপত্রের দলিল
	১০. বেপজা থেকে প্রাপ্ত কভার লেটার (ইপিজেড কারখানার ক্ষেত্রে)
	১১. ইঞ্জিনিয়ারের মাধ্যমে প্রণীত ভবনের অঙ্কন ও নকশা (ভবনের নকশা অবশ্যই একটি স্বীকৃত প্রকৌশলী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত ও চূড়ান্ত হতে হবে)
	১২. নির্দিষ্ট আবেদন ফর্ম পূরণ করা

সূত্র: এফএসসিডি ওয়েবসাইট ও অন্যান্য উৎস থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

৬. পরিবেশগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য দায়িত্বরত কর্তৃপক্ষসমূহ

৬.১. পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে পরিবেশ ছাড়পত্র গ্রহণ

শিল্প খাতে বিশেষ করে রাসায়নিক পদার্থঘন খাত বা শিল্পে পরিবেশগত নিরাপত্তার বিষয়টি অনুসরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবেশগত নিরাপত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলি (কমপ্লায়েন্স) মান্য করার ক্ষেত্রে কারখানাগুলোকে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে পরিবেশ ছাড়পত্র গ্রহণের মর্মে বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

সারণি ৯: পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে পরিবেশ ছাড়পত্র গ্রহণ

সনদের নাম	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র
পরিবেশগত ছাড়পত্র	১. স্থানীয় কর্তৃপক্ষ (সিটি কর্পোরেশন) থেকে অনাপত্তিপত্র গ্রহণ
	২. প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণসহ প্রজেক্ট প্রফাইল
	৩. লেআউট প্ল্যান
	৪. দাগ নম্বর/খতিয়ানসহ ক্যাডাস্ট্রাল/ক্যাডাস্টার ম্যাপ
	৫. বিনিয়োগ বোর্ডের নিবন্ধন
	৬. ভাড়ার চুক্তির অথবা ভাড়াবিহীন জমির ক্ষেত্রে ভূমির মালিকানার নথিপত্র
	৭. ফি পরিশোধের ট্রেজারি চালান

সূত্র: পরিবেশ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট ও অন্যান্য উৎস থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

৬.২ ডাইফি থেকে কারখানার লাইসেন্স গ্রহণ

যদি কোনো ব্যক্তি একটি শিল্পকারখানা স্থাপন করতে চান, তাহলে তাকে ডাইফি'র লাইসেন্স গ্রহণের জন্য সেখানে প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিতে হবে। একটি কারখানা স্থাপনের জন্য যত ধরনের লাইসেন্স নিতে হয়, ডাইফি হচ্ছে সর্বশেষ ধাপের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ। ডাইফিতে যাওয়ার আগে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সব লাইসেন্স, ছাড়পত্র ও সনদ প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।

৬.৩ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর থেকে প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স গ্রহণ

কারখানার মতোই অন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রেও একজন উদ্যোক্তাকে নিম্নলিখিত নথিপত্র ডাইফিতে জমা দিতে হয়। একটি কারখানাকে লাইসেন্স প্রদানকারী সর্বশেষ কর্তৃপক্ষ হচ্ছে ডাইফি। ডাইফিতে যাওয়ার আগে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সব লাইসেন্স, ছাড়পত্র ও সনদ প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।

সারণি ১০: ডাইফি থেকে কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রাপ্তি

প্রয়োজনীয় ফর্ম ও চালান	৭৬ নম্বর ফর্মের জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র	৭৭ নম্বর ফর্মের জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র
• কারখানার লে-আউট প্ল্যান অনুমোদনের জন্য পূরণকৃত ৭৬ নং ফর্ম • পূরণকৃত ৭৭ নং ফর্ম • ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে লাইসেন্স ফি জমাদান	• ট্রেড লাইসেন্সের কপি • ভাড়ার চুক্তিপত্র/ভূমির প্রত্যয়নপত্র • স্বত্বাধিকারী/এমডি/সিইও/পরিচালকের জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি • মাটি পরীক্ষার প্রতিবেদন • প্রসিদ্ধ প্রকৌশলী বা প্রকৌশল ফার্মের মাধ্যমে প্রস্তুত করা স্ট্রাকচারাল ডিজাইন/ড্রয়িং • প্রসিদ্ধ প্রকৌশলী বা প্রকৌশল ফার্ম কর্তৃক প্রদত্ত ভার বহন সক্ষমতার সনদ • প্রসিদ্ধ প্রকৌশলী বা প্রকৌশল ফার্ম কর্তৃক প্রদত্ত ভবন নির্মাণ সনদ • স্থানীয় কর্তৃপক্ষ (সিটি করপোরেশ) কর্তৃক অনুমোদিত ভবন নকশার সনদ	• ট্রেড লাইসেন্সের কপি • ভাড়ার চুক্তিপত্র/ভূমির প্রত্যয়নপত্র • স্বত্বাধিকারী/এমডি/সিইও/পরিচালকের জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি • বিদ্যুতের চাহিদাপত্র • মেমোরেন্ডাম অব আর্টিকেল • অনুমোদিত কারখানা লে-আউট প্ল্যানের কপি • স্থানীয় কর্তৃপক্ষ (সিটি কর্পোরেশন) কর্তৃক অনুমোদিত কারখানা ভবনের নকশা ও অনুমোদন পত্র এবং লে-আউট প্ল্যান • ট্রেজারি চালানের মূল কপি • কারখানার কর্মী/শ্রমিকদের তালিকা • অগ্নি নিরাপত্তা লাইসেন্সের কপি

সূত্র: ডাইফি ওয়েবসাইট থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত এবং লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (লিমা) অ্যাপ।

সারণি ১১: ডাইফি থেকে কারখানা অথবা প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স গ্রহণ

লাইসেন্সের নাম	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র
ডাইফি থেকে কারখানা অথবা প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রাপ্তি	১. পূরণকৃত ৭৭ নং ফর্ম ২. ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে লাইসেন্স ফি জমাদান ৩. ৭৭ নং ফর্মের সঙ্গে আরও যেসব কাগজপত্র জমা দিতে হবে: • ট্রেড লাইসেন্সের কপি • ভাড়ার চুক্তিপত্র/ভূমির প্রত্যয়নপত্র • স্বত্বাধিকারী/এমডি/সিইও/পরিচালকের জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি • বিদ্যুতের চাহিদাপত্র • মেমোরেন্ডাম অব আর্টিকেল • অনুমোদিত কারখানা লে-আউট প্ল্যানের কপি • স্থানীয় কর্তৃপক্ষ (সিটি কর্পোরেশন) কর্তৃক অনুমোদিত কারখানা ভবনের নকশা ও অনুমোদন পত্র এবং লে-আউট প্ল্যান • ট্রেজারি চালানের মূল কপি • কারখানার কর্মী/শ্রমিকদের তালিকা • অগ্নি নিরাপত্তা লাইসেন্সের কপি

সূত্র: ডাইফি ওয়েবসাইট থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত এবং লিমা অ্যাপ।

৭. বিশেষ ধরনের লাইসেন্স প্রদানে দায়িত্বরত কর্তৃপক্ষসমূহ

৭.১ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর ডিজিডিএ থেকে ফার্মাসিউটিক্যাল প্রতিষ্ঠানের ড্রাগ লাইসেন্স গ্রহণ

একটি ওষুধ কারখানা স্থাপন করতে হলে একজন উদ্যোক্তাকে অবশ্যই বিল্ডিং পারমিট, অগ্নি নিরাপত্তা লাইসেন্স, পরিবেশগত ছাড়পত্র এবং ডাইফি থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে। এসবের বাইরে উদ্যোক্তাকে ডিজিডিএ থেকে ড্রাগ লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হবে। একজন উদ্যোক্তা যদি ওষুধ কারখানা তৈরি করতে চান, তাহলে তার নিম্নলিখিত কাগজপত্র প্রয়োজন হবে।

সারণি ১২: ডিজিডিএ থেকে ফার্মাসিউটিক্যাল প্রতিষ্ঠানের ড্রাগ লাইসেন্স গ্রহণ

লাইসেন্সের নাম	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র
ডিজিডিএ থেকে ফার্মাসিউটিক্যাল প্রতিষ্ঠানের ড্রাগ লাইসেন্স গ্রহণ	• ডিজিডিএ পূরণকৃত ফর্ম ৭ • লাইসেন্স ফি পরিশোধের ব্যাংক স্টেটমেন্ট • পূরণকৃত ৭ নং ফর্মসমেত ট্রেজারি চালান • দোকান আমানতের প্রমাণপত্র অথবা ভাড়ার চুক্তিপত্রের কপি • মালিকানার দলিল

সূত্র: ডিজিডিএ ওয়েবসাইট থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

৭.২ খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের জন্য বিএসটিআই থেকে মান সনদ গ্রহণ

একটি ওষুধ কারখানা স্থাপন করতে হলে একজন উদ্যোক্তাকে নির্মাণ অনুমোদন, অগ্নি নিরাপত্তা লাইসেন্স, পরিবেশগত ছাড়পত্র এবং ডাইফি থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে। এর বাইরে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাকে প্রক্রিয়াজাত খাদ্য উৎপাদন করতে হলে অবশ্যই বিএসটিআই-এর সনদ গ্রহণ করতে হবে, কারণ প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের মোড়কে বিএসটিআই-এর লোগো থাকা বাধ্যতামূলক।

সারণি ১৩: বিএসটিআই থেকে মান সনদ গ্রহণ

নিরাপত্তা সংক্রান্ত শর্তাবলি (কমপ্লায়েন্স)	প্রয়োজনীয় নথিপত্র
বিএসটিআই থেকে মান সনদ গ্রহণ	১. বিএসটিআই মানচিহ্ন-সংবলিত সনদ
	২. ট্রেড লাইসেন্স
	৩. বিনিয়োগ বোর্ড/বিসিক থেকে অনুমতিপত্র
	৪. ট্রেডমার্ক নিবন্ধন/আবেদনের কপি
	৫. লেবেল/চিহ্ন

সূত্র: বিএসটিআই ওয়েবসাইট থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

৮. সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

৮.১ প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় আবশ্যিক শর্তাবলী পূরণের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ঘাটতিসমূহ

বাংলাদেশে কারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে দীর্ঘ ও সময়সাপেক্ষ প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। কেননা প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় লম্বা 'পেপার ওয়ার্ক' প্রয়োজন পড়ে। ডাইফি, এফএসসিডি এবং রাজউকের মতো অন্যান্য অধিকাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে লাইসেন্স প্রদান সেবা চালু আছে। এমনকি এসব ক্ষেত্রে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ও স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রনিক পদ্ধতিরও সুবিধা রয়েছে। তা সত্ত্বেও উদ্যোক্তারা এখনো হাতে হাতে কাগজপত্র জমা দিয়ে লাইসেন্স গ্রহণের বিষয়টি বেশি পছন্দ করেন। এর বাইরেও প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় আরও কিছু সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ রয়েছে। নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ ও নিয়োগকারী উভয়কেই সে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়।

বিচারিক ক্ষমতার ঘাটতি: সাধারণভাবে যেকোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা বিচারিক ক্ষমতা প্রয়োগের বিষয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। কিন্তু নিয়ম অমান্যকারীকে জরিমানা করা বা শাস্তি দেওয়ার মতো বিচারিক ক্ষমতা কোনো কোনো সরকারি সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের হাতে নেই। বিচারিক ক্ষমতার এরূপ ঘাটতির কারণে প্রতিষ্ঠানের মালিক বা উদ্যোক্তারা আইন, বিধিমালা ও নিয়মকানুন অমান্য করার সুযোগ পায়।

সরকারি সংস্থাগুলোর দায়িত্ব-কর্তব্য স্পষ্ট নয়: সকল ধরনের সরকারি সংস্থার পৃথক কর্মপরিধি রয়েছে, যা তারা পালনের জন্য দায়বদ্ধ। অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার দায়িত্ব এফএসসিডি-র, ভবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাজউকের এবং পরিবেশ রক্ষার শর্তাবলি পরিপালন হচ্ছে কিনা, তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব পরিবেশ অধিদপ্তরের। কিন্তু যখন একটি দুর্ঘটনা ঘটে, তখন সে পরিস্থিতি দেখভালের দায়িত্ব কোন্ সংস্থার ওপর ন্যাস্ত ছিল, তা চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। তবে দায়িত্বরত সংস্থাগুলোর উপর ন্যস্ত সংশ্লিষ্ট কার্যভার সুস্পষ্ট নয়। যে কারণে যখন একটি দুর্ঘটনা ঘটে, এতে মন্ত্রণালয়গুলো দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে।

সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকার মধ্যে দ্বন্দ্ব: সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্ব-কর্তব্য নিয়ে প্রায়ই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, কারণ দায়িত্ব-কর্তব্যগুলো সংস্থা বা সংস্থার বাইরের মানুষদের কাছে স্পষ্ট নয়। ফলে কোনো শিল্পে দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর প্রশ্ন উঠতে থাকে যে, সেই দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করার দায়িত্ব কোন সংস্থার ওপর ন্যস্ত ছিল। সাধারণত একটি ভুল ধারণা তৈরি হয় যে, নিরাপত্তার সকল ইস্যুই হয়তো ডাইফি দেখভাল করে। অথচ প্রতিটা সংস্থারই এ সম্পর্কিত আলাদা আলাদা দায়িত্ব রয়েছে যেগুলি পূরণ করা তাদের অবশ্য কর্তব্য।

পরিদর্শন কার্যক্রমে নিয়ন্ত্রক সংস্থার গাফিলতি: নিয়মিত কারখানা পরিদর্শন করা কারখানা বা শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে তদারকির মধ্যে রাখার জন্য প্রধানতম উপায়। কারখানাগুলো বিভিন্ন সামাজিক, পরিবেশগত ও শ্রম-সংক্রান্ত শর্তাবলি প্রতিপালন করছে কিনা, তা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন সরকারি সংস্থা বছরান্তে কারখানা পরিদর্শন করে। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায়, এসব কর্তৃপক্ষ তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে না এবং নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রমে অবহেলা করে। কোনো প্রতিষ্ঠানের গাফিলতি চিহ্নিত হলে তার লাইসেন্স বাতিল করার কোনো বিধান বিদ্যমান কাঠামোর মধ্যে নেই। একবার কেউ লাইসেন্স পেয়ে গেলে সেটি বাতিল হওয়ার আর কোনো ঝুঁকি নেই। ফলে আইন, বিধি ও বিভিন্ন প্রবিধানমালা ভঙ্গ করার প্রবণতা দেখা যায়।

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো মূলত প্রতিকারমূলক, প্রতিরোধমূলক নয়: বর্তমানে বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক নিরাপত্তা উদ্যোগগুলো মূলত পরিচালিত হয় ঘটনার সূত্রপাতের পর। যা হোক, কারখানা স্থাপনের আগেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। উদ্যোক্তারা যাতে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনুসরণ করে সে বিষয়টি নিশ্চিত করার প্রধান উপায় হচ্ছে শিল্প দুর্ঘটনাগুলো প্রতিরোধ করার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করা। কোনো কারখানা ভবনে কাজ করার জন্য কর্মীদের একত্রিত করার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে যে, ভবনটি নিরাপদ ও সুরক্ষিত। দ্বিতীয়ত, ভবনে লোক সমাগম ঘটার পর বিভিন্ন ধরনের নিরাপত্তা (ভবন নিরাপত্তা, অগ্নি নিরাপত্তা, পরিবেশগত নিরাপত্তা) নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিতভাবে নির্ধারিত রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণের পাশাপাশি এসব বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এ কথা মনে রাখতে হবে যে, একটি কারখানা বা শিল্পের প্রতিষ্ঠালগ্নে নিরাপদ ভবন নির্মাণ করা যতটা ব্যয়সাপেক্ষ, তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যয়সাপেক্ষ বিষয় একটি চালু কারখানায় কোনো দুর্ঘটনার পর প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করা।

নিয়োগকর্তার সহযোগিতার মনোভাব না থাকা: একজন নিয়োগকর্তা যখন কোনো কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ নেন, তখন তাকে অবশ্যই এ বিষয়ে পালনীয় সব ধরনের নিয়ম সঠিকভাবে অনুসরণ করতে হবে। অথচ প্রায়ই এমন অভিযোগ পাওয়া যায় যে, কোনো নির্দিষ্ট সরকারি সংস্থা থেকে যখন কারখানা পরিদর্শন করতে যাওয়া হয়, তখন নিয়োগকর্তার পক্ষ থেকে যথাযথ সহযোগিতা পাওয়া যায় না।

৮.২ বিভিন্ন শর্ত পরিপালনে আইনগত দিকসমূহে ঘাটতি

একটি কারখানা প্রতিষ্ঠার ন্যূনতম শর্ত পূরণ করতে হলে অসংখ্য আইনি নথিপত্র জোগাড় করতে হয়। তবে নথিপত্র জোগাড় করার বিষয়টি বা আইন, বিধি ও প্রবিধানমালা ত্রুটিমুক্ত নয় এবং অনেক ক্ষেত্রে এগুলোর মধ্যেই নানা ধরনের ত্রুটি বিদ্যমান থাকে।

লাইসেন্স, সনদ বা নিবন্ধন প্রাপ্তির দীর্ঘমেয়াদি সময়সীমা: কারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে নির্ধারিত আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে যে সীমাবদ্ধতা বা ঘাটতির বিষয়টি প্রায়ই উঠে আসে তা হলো, এটি খুবই দীর্ঘ ও সময়ক্ষেপণকারী প্রক্রিয়া। কারখানা স্থাপনের জন্য যেসব অনুমোদন নেয়া লাগে বা বিভিন্ন সরকারি সংস্থা যেসব অনুমোদন দেয়, সেটির তালিকা অনেক লম্বা, তাই এসব হাতে পাওয়ার সময়ও অনেক দীর্ঘ হতে থাকে।

আইনি শর্তসমূহ একটি আরেকটির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়: এফএসসিডির বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলীরা বলেছেন, সংশোধিত বিএনবিসি আগের তুলনায় আরও দুর্বল প্রকৃতির হয়েছে। সংশোধিত বিএনবিসি ক্রমাগতভাবে ভবন নিরাপত্তার মান আরও

নিচের দিকে নামিয়ে দিচ্ছে। ২০০৩ সালের অগ্নি নিরাপত্তা আইন অনুযায়ী, ছয়তলার চেয়ে বেশি উচ্চতার ভবন বহুতল ভবন হিসেবে বিবেচিত। অন্যদিকে এনএফপিএ, আইএফসি ও আইবিসি অনুসারে ২৩ মিটারের বেশি উচ্চতার ভবন বহুতল হিসেবে বিবেচিত। আবার ভারতীয় বিল্ডিং কোড অনুযায়ী, ১৫ মিটারের বেশি উচ্চতার ভবন বহুতল বা উঁচু ইমারত হিসেবে বিবেচিত। ভবন নিরাপত্তার মানদণ্ডের মধ্যকার এই ব্যবধান এ খাতের অন্যতম উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কোনো ওয়ানস্টপ সার্ভিস নেই: কারখানা প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ এবং একটি লাইসেন্স পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দপ্তরে কয়েকবার ধর্না দিতে হয়। এ বিষয়টি উদ্যোক্তাদের নিরুৎসাহিত করে এবং নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। অধিকন্তু এই দীর্ঘ প্রক্রিয়া অত্যন্ত বিরক্তিকর এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রেও তা বাধা সৃষ্টি করে।

দেশীয় আইনে শাস্তির প্রবিধানগুলো খুব বেশি ফলপ্রসূ নয়: কারখানায় যেসব আইনি বিধান অনুসরণ করতে হয়, সেগুলো ভঙ্গ করলে যে শাস্তি হয়, তা খুবই নগণ্য। বিশেষ করে যে অর্থদণ্ড আরোপ করা হয়, তা খুবই কম। ফলে এই যৎসামান্য শাস্তি ব্যবসায়ীদের আইন পরিপালনে বাধ্য করতে পারছে না। কারণ আইনটি ভঙ্গ করার ফলে উল্টো বৃহত্তর মুনাফা অর্জন করা সম্ভব।

জাতীয় আইনসমূহ আন্তর্জাতিক আইনসমূহের মানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়: জাতীয় আইন, বিধি ও প্রবিধানমালা মূলত কারখানা প্রতিষ্ঠা প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। দেশীয় আইনের এই মানদণ্ড আন্তর্জাতিক শ্রম সংখ্যা বা আইএলওর মতোআন্তর্জাতিক সংস্থার চর্চিত আইনের মানদণ্ডের তুলনায় অনেক পিছিয়ে। আন্তর্জাতিক আইন থেকে দেশীয় আইনের এই বিচ্যুতি অনেক ক্ষেত্রেই সমস্যার সৃষ্টি করে। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক নানা ব্র্যান্ডের ক্রেতাদের সমস্যায় পড়তে হয়, কেননা তারা আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ করতে বাধ্য। অন্যদিকে বাংলাদেশের কারখানাগুলো প্রতিষ্ঠিত হয় স্থানীয় আইনের মানদণ্ড অনুসারে।

৯. উপসংহার এবং সুপারিশসমূহ

বিপুল সম্ভাবনা থাকায় এবং ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে পারায় বাংলাদেশে এ চারটি নির্দিষ্ট খাত বিশেষভাবে বিকশিত হচ্ছে। এসব খাতে দিন দিন আরও বেশি কারখানা গড়ে উঠছে। তবে সুনির্দিষ্ট এ চারটি খাতেও কারখানা স্থাপন সহজ ব্যাপার নয়, কেননা এ-সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত কোনো একটি স্থান থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। এর বাইরে আরও নানা ধরনের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সে কারণে এসব প্রক্রিয়া সহজ করা আবশ্যক। পাশাপাশি এটিও নিশ্চিত করতে হবে যে, বাংলাদেশে ব্যবসা করা কঠিন কাজ নয়। এটি উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করবে।

ওয়ান-স্টপ সার্ভিস প্রচলন: কারখানা স্থাপনের জন্য যেসব কর্তৃপক্ষ নানা ধরনের অনুমোদন দেয়, তাদের সবার জন্য ওয়ান-স্টপ সেবার ব্যবস্থা থাকা উচিত। সংশ্লিষ্ট দপ্তরে এমন একটি ডেস্ক থাকা উচিত, যেখান থেকে একজন উদ্যোক্তা সব ধরনের প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারেন। অনেক সরকারি দপ্তরে অনলাইনে আবেদন করার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এখনো অনেক প্রতিষ্ঠান তা থেকে পিছিয়ে রয়েছে। সুতরাং সকল কর্তৃপক্ষের দপ্তরে স্বয়ংক্রিয় ইলেক্ট্রনিক লাইসেন্স ও নিবন্ধন প্রদান ব্যবস্থার প্রচলন হওয়া উচিত।

অর্পিত দায়িত্ব পালনে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি: সংস্থার ম্যানডেটের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ দায়িত্ব-কর্তব্যসমূহ সঠিকভাবে চিহ্নিত করে সেগুলো যথাযথভাবে সম্পাদন ও ওয়ান-স্টপ সেবাকেন্দ্র স্থাপন। প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের উচিত তাদেরবিদ্যমান সম্পদ ও সক্ষমতার একটি মূল্যায়ন করা এবং তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে কী ধরনের সক্ষমতা প্রয়োজন, সেটি বিদ্যমান সক্ষমতার সঙ্গে তুলনা করা উচিত।

নিজেদের ভূমিকা সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের আরও বেশি সচেতন হতে হবে: একটি কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন উদ্যোক্তা বা মালিক। সুতরাং আইন প্রতিপালনের মাধ্যমে সে কাজটি সঠিক ও যথাযথভাবে সম্পন্ন করা তাদের দায়িত্ব। একটি নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে উৎপাদন অনেক বেশি বাড়ানো সম্ভব। এতে একটি অনিরাপদ কারখানার তুলনায় অনেক বেশি রাজস্ব ও মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হয়। সে কারণে নিয়োগকর্তা বা মালিকের একটি নিরাপদ কর্মক্ষেত্রে এবং সামাজিক ও পরিবেশগত নিরাপত্তার গুরুত্বের বিষয়টি সঠিকভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন। এরপর তাদের উচিত নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব নিয়ে কাজ করা এবং তাদের সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ দেওয়া।

যথাযথ পরিদর্শন নিশ্চিত করা: কারখানার নিরাপত্তা ইস্যুতে কর্তৃপক্ষের গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি কারখানার উৎপাদন ও পরিচালন কার্যক্রম শুরুর অনুমতি দেওয়ার আগে যথাযথভাবে পরিদর্শন করে এ বিষয়ে ছাড়পত্র দেওয়া উচিত। একটি নিরাপদ কর্মস্থল প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক প্রক্রিয়া শুরু হয় কারখানা ভবন নির্মাণ থেকে। সুতরাং একটি ভবন শ্রমিকদের কাজ করার উপযুক্ত করে তৈরি করা হচ্ছে কিনা, তা তদারকি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রমও সমান গুরুত্ব দিয়ে পরিচালনা করা উচিত, কারণ এর মাধ্যমেই কারখানার লাইসেন্স নবায়ন হয়।

একটি পূর্ণাঙ্গ কারখানা স্থাপনের প্রক্রিয়া উদ্যোক্তাদের কাছে কিছুটা সহজতর করে তোলার লক্ষ্যে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) নিবন্ধন, সনদ গ্রহণ ও লাইসেন্স গ্রহণের বিষয়ে একটি ওয়েবসাইট তৈরি করেছে। এ ওয়েবসইটের নাম দেওয়া হয়েছে 'সেট আপ এ নিউ ফ্যাক্টরি' (Set up a New Factory)।[৩] একটি কারখানা স্থাপনে সামাজিক, পরিবেশগত, ভবন নির্মাণ ও শ্রম-সংক্রান্ত যত ধরনের অনুশাসন অনুসরণ করতে হয়, সেসব বিষয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের নিবন্ধন, সনদ গ্রহণ ও লাইসেন্সিংয়ের বিষয়গুলো এ ওয়েবসাইটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

[3] www.factorysetupbd.com

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১: টার্গেটেড খাতে কারখানা স্থাপনের শর্তাবলি

বয়লার আইন ১৯২৩ (২০২২ সালের বয়লার বিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত)

সম্প্রতি জাতীয় সংসদে 'বয়লার বিল ২০২২' অনুমোদন হওয়ার আগ পর্যন্ত বাংলাদেশ শতাব্দীপ্রাচীন বয়লার আইনের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিল। এ বিলটি পুরোনো বয়লার আইনের স্থলে প্রতিস্থাপিত হবে, যার মূল উদ্দেশ্যই হলো কলকারখানায় মানসম্পন্ন বয়লার স্থাপন নিশ্চিত করার মাধ্যমে নিরাপদ কর্মপরিবেশের নিশ্চয়তা বিধান করা এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করা। বর্তমানে দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠানের অব্যবস্থাপনার কারণে শ্রমিকদের সর্বাধিক সংখ্যক অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। এ বিষয়টি মোকাবিলা করার লক্ষ্যে নতুন বয়লার বিল অনুমোদন করা হয়েছে। যদি কোর কারখানা বয়লার স্থাপন করতে চায়, তাহলে তাদেরঅবশ্যই বয়লার বিলের বিধানাবলি অনুসরণ করতে হবে।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (বিএনবিসি) ২০০৬ (সংশোধিত ২০২০)

ভবন নির্মাণের কারিগরি বিষয়সমূহ তদারকি করা এবং নির্মাণকাজের মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালে সর্বপ্রথম বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (বিএনবিসি) প্রকাশিত হয়। ভবন নকশা প্রণয়ন ও নির্মাণের সকল পর্যায়ে নিরাপদ ও গ্রহণযোগ্য কর্মসম্পাদন নিশ্চিত করার বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ এ ডকুমেন্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তী সময়ে ২০০৭ ও ২০২০ সালে এটি সংশোধন করা হয়। নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিএনবিসিতে গুরুত্বপূর্ণ বিধানাবলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এসব বিধানাবলির মধ্যে রয়েছে, বহুতল বা উঁচু ভবনের সংজ্ঞা নির্ধারণ, শিল্পকারখানায় অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেমন হবে, ভবনের গুদামঘরের বৈশিষ্ট্য কেমন হবে, জানালা ও দরজার আকৃতি, ভবনের খোলা প্রান্তরের আয়তন, প্রত্যেক ফ্লোরে প্রক্ষালন কক্ষের সংখ্যা নির্ধারণ ইত্যাদি। এই কোডের অধীনেই কারখানা মালিক বা উদ্যোক্তাকে ভবন নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয়।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩, ২০১৯)

সকল ধরনের শিল্পখাতে শ্রম নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সর্বাধিক ব্যবহৃত আইন হচ্ছে বাংলাদেশ শ্রম আইন। এ আইনে শ্রম-সংক্রান্ত নানা অনুশাসনসমূহের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। এসব অনুশাসনকারখানা স্থাপনের শুরুর পর্যায় থেকেই অনুসৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। মজুরি ও কর্মসংস্থান, শিশুশ্রম, মাতৃত্বকালীন ছুটি ও সুযোগ-সুবিধা, ন্যূনতম মজুরি, সংঘের স্বাধীনতা, নিরাপত্তা কমিটি গঠন, ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি এ আইনের গুরুত্বপূর্ণ বিধান। যে কোনো কারখানা বা শিল্পে সামাজিক ও শ্রম-সংক্রান্ত অনুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এসব বিধানের পরিপালন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন ২০০৩

অগ্নিকাণ্ড, অগ্নি দুর্ঘটনা ও এগুলো প্রতিরোধ করার উপায়ের বিষয়ে বিভিন্ন অভিধা ও এ-সংক্রান্ত সংজ্ঞাসমূহ অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ আইন অনুযায়ী ওয়ার্কশপ, গুদামঘর, বহুতল ভবন, বাণিজ্যিক ভবন ও স্থাপনাগুলোকে অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে। এ আইনে অগ্নি নিরাপত্তা লাইসেন্স নবায়ন ও নিয়মিত কারখানা পরিদর্শনের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত। এ আইনে দমকল বাহিনীকে বিশেষ কিছু ক্ষমতা ও ভূমিকা দেওয়া হয়েছে। এ সবের মধ্যে রয়েছে যে কোনো ব্যক্তিকে ঘটনাস্থল ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া; জনসমাগম ছত্রভঙ্গ করা এবং অগ্নি নির্বাপণের জন্য যে কোনো ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষমতা অর্পণ। কোনো ধরনের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে যদি কোনো ভবনকে কারখানা বা গুদামঘর হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তাহলে এ আইন অনুযায়ী শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।

বিদ্যুৎ বিধিমালা ২০২০

বিদ্যুৎ আইনের উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে ১৯২২ সালে প্রথম বিদ্যুৎ বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ২০২০ সালে এটি সংশোধন করা হয় এবং নতুন বিদ্যুৎ আইনে এতদসংক্রান্ত সংজ্ঞা, বিদ্যুৎ সংযোগ সংগ্রহের প্রক্রিয়া, লাইসেন্স, বিদ্যুৎ লাইনের স্থানান্তর বা পরিবর্তনের প্রক্রিয়া উল্লেখ করা হয়েছে। কারখানায় বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়া এবং মিটারিং ব্যবস্থার বিস্তারিত এই আইনের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।

জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮

পরিবেশগত যেসব অনুশাসন মান্য করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে, পরিবেশ নীতিতে তা উল্লেখ করা হয়েছে। এই নীতির অধীনে পরিবেশগত লাইসেন্স প্রদান করা হয়। জাতীয় পরিবেশ নীতি অনুযায়ী, কারখানার পরিবেশগত লাইসেন্স প্রদান ও কারখানা পরিদর্শন করা হয়।

এগুলো ছাড়াও গ্যাস বিপণন বিধি ২০১৪, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন ২০০৩, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম আইন ১৯৭৪, বিস্ফোরক আইন ১৮৮৪, বিস্ফোরক পদার্থ আইন ১৯০৮, বিস্ফোরক বিধি ২০০৪, জাতীয় পরিবেশ আইন ইত্যাদির মতো বেশ কিছু আইন রয়েছে।

কারখানা স্থাপনে আইএলও কনভেনশন

সংঘের স্বাধীনতা ও সংগঠন করার অধিকার, যৌথ দরকষাকষি, বাধ্যতামূলক শ্রম প্রতিরোধ, শ্রমে নিযুক্তির ন্যূনতম বয়স মান্য করা, খারাপ ধরনের শিশুশ্রম ও জোরপূর্বক শ্রমে নিযুক্তি প্রতিরোধ ও শ্রম পরিদর্শন-সংক্রান্ত অগ্রাধিকার, কর্মসংস্থান নীতি, ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ, ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ এবং প্রধান প্রধান শিল্প দুর্ঘটনা প্রতিরোধের বিষয়ে আইএলও-র সকল মৌলিক কনভেনশনে অনুস্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ।

কিন্তু এমন অনেক অত্যাবশ্যকীয় কনভেনশন আছে, যেগুলো বাংলাদেশ এখনো অনুমোদন করেনি। এমন কনভেনশনের মধ্যে রয়েছে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য, বিকিরণ থেকে সুরক্ষা, কর্মক্ষেত্রে জখমের ক্ষতিপূরণ সুবিধা, কাজের পরিবেশ (বায়ুদূষণ, শব্দ ও কম্পন), পেশাগত স্বাস্থ্য পরিষেবা, নিরাপত্তা, সেইসঙ্গে স্বাস্থ্য ক্ষতি, রাসায়নিক পদার্থ-বিষয়ক করভেনশন ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট ২: রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক খাতের নিরীক্ষা/মানদণ্ড

রানা প্লাজার ঘটনার পরবাংলাদেশে কারখানা পরিদর্শন ব্যবস্থার তৃতীয় ধাপ হিসেবে একটি নতুন সরকারি ও বেসরকারি নিরীক্ষা প্রশাসন চালু করা হয় এবং ভবনের সুরক্ষার জন্য অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্সের নেতৃত্বে বিশেষ কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়। তারপর থেকে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে নিরাপত্তা এবং সামাজিক শর্তাবলি (কমপ্লায়েন্স) নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নিরীক্ষা কার্যক্রম একটি অত্যন্ত কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। পোশাক কারখানাগুলোর নিয়ম পরিপালন নিশ্চিতকল্পে ব্র্যান্ডের পোশাক ক্রেতারা সাধারণত নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ নিরীক্ষা অর্ধবার্ষিক বা বার্ষিক ভিত্তিতে সম্পন্ন হতে পারে। যদি কোনো কারখানা নিরাপত্তার ন্যূনতম শর্ত পরিপালন না করে, ক্রেতা সেই কারখানায় ক্রয়াদেশ দেয় না। এক্ষেত্রে কারখানাগুলোকে কমপক্ষে জাতীয় নিরাপত্তা মানদণ্ডগুলো অনুসরণ করতে হবে। এর বাইরে নিরীক্ষা কার্যক্রমও পরিচালিত হবে। তৈরি পোশাক খাতে নিরীক্ষা পরিচালনাকারী সবচেয়ে পরিচিত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে আরএসসি, অ্যাফরি, ওকোটেক্স ও আইএসও ১০০। কখনো কখনো বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ এ ধরনের নিরীক্ষা করে থাকে। যেহেতু একাধিক নিরীক্ষা নানা ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, তাই তৈরি পোশাক শিল্পে যৌথভাবে অডিট পরিচালনার জন্য বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ একটি অভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করে সে অনুযায়ী অডিট পরিচালনা করে থাকে। সামাজিক নিরীক্ষার একটি সাধারণ নিয়মাবলির (কোড অব

কনডাক্ট) সম্ভাব্যতা অনুসরণ করে এই অভিন্ন নিরীক্ষাটি পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে যেসব আইন-কানুন অনুসৃত হয়, তার মধ্যে রয়েছে জাতীয় আইন, বিধিমালা, নীতিমালা, জাতিসংঘের গাইডিং প্রিন্সিপালস-এর মতো আন্তর্জাতিক কনভেনশন এবং ক্রেতাদের নির্ধারিত বিধিমালা এবং তৃতীয় পক্ষের অডিট নীতিমালা।

বাংলাদেশের কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অর্জন অব্যাহত রাখতে আরএমজি সাসটেইনেবিলিটি কাউন্সিল (আরএসসি) কাজ করে থাকে। এটি জাতীয় পর্যায়ের একটি ত্রিপক্ষীয় বেসরকারি উদ্যোগ। এটি কাঠামোগত, বৈদ্যুতিক, অগ্নি ও জীবন সুরক্ষা এবং বয়লার নিরাপত্তার বিষয়টি পরিদর্শন করে। পাশাপাশি আচ্ছাদিত তৈরি পোশাক কারখানায় শ্রমিকরা যেসব স্বাস্থ্যগত সমস্যার সম্মুখীন হয়, সেগুলো জানার জন্য অভিযোগ সংগ্রহ প্রক্রিয়া পরিচালনার পাশাপাশি একটি স্বতন্ত্র পেশাগত নিরাপত্তা কর্মসূচি পরিচালনা করে। আরএসসির বিধান অনুযায়ী, এটিতে স্বাক্ষরকারী সকল ক্রেতা প্রতিষ্ঠান নিয়মিত ভিত্তিতে আবশ্যিকভাবে পোশাক প্রস্তুতকারী কারখানাগুলোর কাঠামোগত, বৈদ্যুতিক এবং অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থার স্বাধীন নিরীক্ষা পরিচালনা করবে। আরএসসির কারিগরি প্রতিকার নির্দেশিকার অধীনে এর যেসব কার্যক্রম রয়েছে, সেগুলো হলো– বৈদ্যুতিক একক লাইন ডায়াগ্রাম নির্দেশিকা, ইস্পাত পণ্য তৈরির ফায়ার রেটিং রিকয়ারমেন্ট, অগ্নি নিরাপত্তা নিরীক্ষা ও কমিশনিং যাচাইকরণ পরিদর্শন নির্দেশিকা, খাতসংশ্লিষ্ট শব্দকোষ, অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য তৃতীয় পক্ষের সনদের বিষয়ে তথ্যকণিকা, তৈরি পোশাক কারখানা ভবনের জন্য আরএসসি অগ্নি নিরাপত্তা নির্দেশিকা, পণ্যের সার্টিফিকেশন ও সার্টিফিকেশন মার্কের ওপর আরএসসি গাইডেন্স, আরএসসি শর্তসমূহ: কারখানা ভবনের সম্প্রসারণ, আরএসসি বয়লার নিরাপত্তা কর্মসূচি: এক্সটার্নাল ভিজ্যুয়াল পরিদর্শনের ফলাফলের সারসংক্ষেপ, ইস্পাতের তৈরি ভবন ও অন্যবিষয়াদির পরোক্ষ অগ্নি সুরক্ষা ব্যবস্থা (ইনটুমেসেন্ট পেইন্ট বা সেমেন্টিশাস কোটিং) যাচাই করার জন্য কারিগরি নির্দেশিকা ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট সারণি ১: নিরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র

নিরীক্ষার নাম	প্রয়োজনীয় নথিপত্র
অ্যাম্ফরি	• কর্মসম্পাদন এলাকা ১: সামাজিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও ক্যাসকেড ইফেক্ট • কর্মসম্পাদন এলাকা ২: কর্মীদের অন্তর্ভুক্তি ও সুরক্ষা • কর্মসম্পাদন এলাকা ৩: যৌথ দরকষাকষি ও সংঘ প্রতিষ্ঠার স্বাধীনতা • কর্মসম্পাদন এলাকা ৪: বৈষম্যহীনতা • কর্মসম্পাদন এলাকা ৫: ন্যায্য মজুরি • কর্মসম্পাদন এলাকা ৬: শোভন কর্মঘণ্টা • কর্মসম্পাদন এলাকা ৭: পেশাগত স্বাস্থ্যসেবা ও নিরাপত্তা • কর্মসম্পাদন এলাকা ৮: শিশুশ্রমহীন পরিবেশ • কর্মসম্পাদন এলাকা ৯: তরুণ কর্মীদের জন্য বিশেষ সুরক্ষা কর্মসূচি • কর্মসম্পাদন এলাকা ১০: কোনো ধরনের কর্মের অনিশ্চয়তা থাকবে না • কর্মসম্পাদন এলাকা ১১: চুক্তিবদ্ধ শ্রম নিযুক্তি থাকবে না • কর্মসম্পাদন এলাকা ১২: পরিবেশ সংরক্ষণ • কর্মসম্পাদন এলাকা ১৩: নৈতিক ব্যবসায়িক আচরণ
টিইউভি রাইনল্যান্ড বাংলাদেশ প্রাইভেট লিমিটেড কাগজপত্রের তালিকা (বিএসসিআই অডিট)	**১. মূল সনদ/লাইসেন্স/অনুমতি** • ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেট • কারখানার লাইসেন্স • ট্রেড লাইসেন্স • অগ্নি নিরাপত্তা লাইসেন্স • ইপিজেড পারমিশন (কেবল ইপিজেড এলাকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) • বয়লার লাইসেন্স • জেনারেটর ওয়েভার/লাইসেন্স • পরিবেশ ছাড়পত্র • এসিড ব্যবহারের লাইসেন্স (কেবল টেক্সটাইল ও ওয়াশিং প্লান্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) • গোষ্ঠী বিমা সনদ/বায়োমেট্রিক পদ্ধতির হালনাগাদ ব্যবস্থার প্রমাণপত্র/গোষ্ঠী বিমার প্রিমিয়াম পরিশোধের রশিদ • বন্ড লাইসেন্স, ইপিবি সনদ, টিন সনদ

(পরিশিষ্ট সারণি ১ চলবে)

(পরিশিষ্ট সারণি ১ চলবে)

নিরীক্ষার নাম	প্রয়োজনীয় নথিপত্র
	• রপ্তানি ও আমদানি নিবন্ধন সনদ (ইআরসি/আইআরসি) • বিজিএমইএ/বিকেএমইএ/এলএফএমইএবি সদস্যপদের সনদ • অগ্নি বিমার কপি (যদি থাকে) **২. ভবনের অনুমোদন ও লে-আউট** • ভবন অনুমোদন প্ল্যান • ফ্লোর/মেশিন লে-আউট অনুমতি • ভবনের বিষয়ে অ্যাকর্ড/অ্যালায়েন্স অথবা অন্য কোনো মূল্যয়ন প্রতিবেদন **৩. পরীক্ষা প্রতিবেদন** • সুপেয় পানি, বর্জ্য পানি, আবদ্ধ বায়ু নির্গমন, বায়ুর মান, শব্দের মাত্রা, তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার স্তর ইত্যাদি • পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (ইআইএ), জ্বালানি জরিপ/মূল্যায়ন (পানির ব্যবহার, গ্যাস ও বিদ্যুতের ব্যবহার ইত্যাদি) **৪. নীতি ও প্রক্রিয়াসমূহ** • শিশু শ্রম ও শিশু শ্রম প্রতিকার • যুব শ্রমিক • নিয়োগ • জোরপূর্বক শ্রমের বিলুপ্তি • হয়রানি বা দুর্ব্যবহার, ক্ষতিপূরণ ও সুবিধাদি • ছুটি • মাতৃত্বকালীন সুযোগ-সুবিধা • শ্রমঘণ্টা • কর্মঘণ্টার অনুমোদন • বৈষম্যের বিলুপ্তি • শৃঙ্খলা রক্ষা প্রক্রিয়া • স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা • জরুরি প্রস্তুতি ব্যবস্থা • সংঘ প্রতিষ্ঠা ও গোষ্ঠীগত দর কষাকষির অধিকার • পরিবেশ সুরক্ষা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া • দুর্নীতিবিরোধী বা ঘুষবিরোধী নীতি **৫. নথিপত্র: পিএ১ থেকে পিএ৪ পর্যন্ত** • বিএসসিআই এমআর-এর অনুমতিপত্র ও জনবল কাঠামো অনুযায়ী, কোম্পানির জনবল কাঠামো ও কর্মীর কর্মপরিধি নির্ধারণ • সরবরাহ শৃঙ্খল ও অংশীজনের ম্যাপিং • সেবা প্রদানকারী (নিরাপত্তা, পরিচ্ছন্নতা, খাবার সরবরাহ, পরিবহন ইত্যাদি) প্রতিষ্ঠানের চুক্তি সম্পাদন • সহকারী ঠিকাদার (সাব কন্ট্রাকটর)/উপ-সরবরাহকারী (সাব-সাপ্লাইয়ার) নীতি ও প্রক্রিয়া এবং পরিবীক্ষণ রেকর্ড • সক্ষমতার পরিকল্পনা, অনিশ্চিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় পরিকল্পনা (Contingency Plan) • কোম্পানির লক্ষ্য ও কর্মপরিকল্পনা, দীর্ঘমেয়াদি অভীষ্ট • ট্রেড ইউনিয়ন/পিসি/ডব্লিউডব্লিউএ/ডব্লিউডব্লিউসি গঠনের প্রমাণ, সভার কার্যবিবরণী • অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া, অভিযোগ গ্রহণের নথি, অভিযোগের বিষয়ে জরিপ নথি

(পরিশিষ্ট সারণি ১ চলবে)

(পরিশিষ্ট সারণি ১ চলবে)

নিরীক্ষার নাম	প্রয়োজনীয় নথিপত্র
	৬. নথিপত্র: পিএ৫ থেকে পিএ৬ পর্যন্ত • হাজিরাবহি, মজুরি শিট, টাইম কার্ড, পে স্লিপ • ন্যায্য মজুরি অথবা লিভিং ওয়েজ টেমপ্লেট • পদত্যাগকারী অথবা চাকরিচ্যুত কর্মীর তালিকা ও ফাইলসমূহ • মাতৃত্বকালীন সেবার রেজিস্টার ও ফাইলসমূহ • বার্ষিক ছুটির বিপরীতে প্রদত্ত অর্থের বিবরণ • উৎসব ভাতার নথি • বেতন বাড়ানোর নথি • ভবিষ্য তহবিলের নথি (যদি থাকে) • যেসব কর্মী পিচ হিসেবে পণ্য উৎপাদনের বিপরীতে মজুরি নেয়, তাদের ক্ষেত্রে প্রতি পিচের বিপরীতে প্রদত্ত মজুরির হার ও তাদের উৎপাদন কার্যক্রমের নথি • ছুটির রেজিস্ট্রার **৭. নথিপত্র: পিএ৭ ও অন্যান্য** • ঝুঁকি মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদন, কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার নথি • নিরাপত্তা কমিটির কার্যক্রমের নথি ও সভার কার্যবিবরণী • প্রশিক্ষণের নথি: ফার্স্ট এইড, পিপিই, এইচঅ্যান্ডএস, রাসায়নিক নিরাপত্তা, অগ্নি দুর্ঘটনা মোকাবিলা (অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ), ফায়ার ড্রিল (অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ) • অগ্নি নির্বাপণ সরঞ্জামের তালিকা, অগ্নি নির্বাপণ দলের বণ্টন, ফার্স্ট এইড সেবাদানকারীর তালিকা, যন্ত্রপাতির তালিকা, রাসায়নিক পদার্থের তালিকা, শৌচাগারের তালিকা • দুর্ঘটনার নথি ও তদন্ত প্রতিবেদন, হাসপাতালের সঙ্গে চুক্তি • রক্ষণাবেক্ষণ তালিকা ও নথি: অগ্নি নির্বাপণ সরঞ্জাম, বৈদ্যুতিক উপকরণ ও যন্ত্রাদি, কমপ্রেশর, বয়লার ও জেনারেটর রক্ষণাবেক্ষণ, হাউজ কিপিং কার্যক্রমের রেকর্ড, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা চুক্তি ও অপসারণ কার্যক্রমের রেকর্ড, পিপিই সরবরাহের রেজিস্টার • অন্যান্য প্রশিক্ষণ: অভিষেক, বিএসসিআই সিওসি, মধ্যম স্তরের ব্যবস্থাপনা (মিড লেভেল ম্যানেজমেন্ট), স্থানীয় আইন, অভিযোগ সংরক্ষণ পদ্ধতি, শৃঙ্খলা রক্ষা কার্যক্রমের প্রক্রিয়া, ঝুঁকি মূল্যায়ন সচেতনতা, দূর্ঘটনাজনিত শারীরিক ক্ষতির বিশ্লেষণ বিষয়ক সচেতনতা, পরিবেশগত বিষয়ে সচেতনতা, দুর্নীতি প্রতিরোধী বা ঘুষ প্রতিরোধী কার্যক্রমের মানচিত্রায়ন ও প্রশিক্ষণ • ব্যক্তিগত ফাইল: অগ্নি নিরাপত্তা কর্মকর্তা, কল্যাণ কর্মকর্তা, চিকিৎসক, সেবিকা, বয়লার অপারেটর, জেনারেটর অপারেটর, ইলেকট্রিশিয়ান, নিরাপত্তা প্রহরী, শ্রমিক

সূত্র: ওয়েবসাইট থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

পরিশিষ্ট ৩: রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় (ইপিজেড) কারখানা স্থাপন

বেপজা একটি সরকারি সংস্থা, যা কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকার মতো শিল্পাঞ্চল ব্যবস্থাপনা, পরিচালন ও সেগুলোর উন্নয়ন ও বাংলাদেশে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে কাজ করে থাকে। ১৯৮০ সালের ৩৬ নং আইন দ্বারা বেপজার সৃষ্টি, যার প্রধান লক্ষ্য হলো শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করা, রপ্তানি বাড়ানো, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে প্রযুক্তি হস্তান্তর। সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই), স্থানীয় বিনিয়োগ ও শিল্পায়নের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনায় নিয়ে সরকার দেশের বিভিন্ন স্থানে ইপিজেড স্থাপনের উদ্যোগ নেয়। বর্তমানে বাংলাদেশে আটটি ইপিজেড রয়েছে।

যেসব শিল্প উৎপাদিত শতভাগ পণ্য রপ্তানির জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ, কেবল তারাই ইপিজেডে কারখানা স্থাপনের সুযোগ পেয়ে থাকে। যেসব বিনিয়োগকারীইপিজেডে কারখানা স্থাপন করে কাস্টমস বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধার মতো তারা বেশকিছু সুবিধা ভোগ করে। ইপিজেডগুলোয় অবস্থিত কারখানা বা শিল্পকে সংশ্লিষ্ট কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট থেকে নিবন্ধন/লাইসেন্স নেওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ইপিজেডগুলোয় প্রতিষ্ঠিত কারখানাগুলোর আমদানি ও রপ্তানি কার্যক্রম সহজতর ও পর্যবেক্ষণ করার জন্য কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বিশেষ বিধিমালা জারি করেছে। এ বিধিমালা 'দ্য কাস্টমস (এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনস) রুলস, ১৯৮৪' নামে অভিহিত।

ইপিজেডে কারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে একজন বিনিয়োগকারী বিভিন্ন সুবিধা ভোগ করেন। এর মধ্যে রয়েছে বেপজা কর্তৃক ইস্যুকৃত আমদানি পারমিট (আইপি) এবং রপ্তানি পারমিটের (ইপি) ভিত্তিতে রপ্তানি ও আমদানি কার্যক্রম পরিচালনা; বেপজা কর্তৃক জারিকৃত কাজের অনুমতি (ওয়ার্ক পারমিট); নিরাপদ ও সুরক্ষিত বন্ডেড এলাকা; অফ-শোর ব্যাংকিং; ডকুমেন্টারি অ্যাকসেপ্টেন্সের ভিত্তিতে আমদানির সুযোগ; ব্যাক টু ব্যাক এল/সি; সিএম ভিত্তিতে আমদানি-রপ্তানি; ডিটিএ (ডমেস্টিক ট্যারিফ এলাকা) থেকে আমদানি; ডিটিএ'তে ১০ শতাংশ বিক্রয় (রপ্তানি); কারখানা এলাকায় শুল্ক ছাড়পত্র; সরলঅনুমোদন পদ্ধতি; ইপিজেডের ভেতরে ও বাইরে রপ্তানিমুখী শিল্পের সঙ্গে সাব-কন্ট্রাক্টিংএবং বিদেশি শিল্প স্থানান্তর। ইপিজেডে তিন ধরনের বিনিয়োগকারী কারখানা স্থাপন করে। এইগুলো:

ধরন- 'ক': শতভাগ বিদেশি মালিকানাধীন, বিদেশে বসতি স্থাপনকারী বাংলাদেশে বংশোদ্ভূতরাও এর অন্তর্ভুক্ত

ধরন- 'খ': বিদেশি ও দেশীয় উদ্যোক্তাদের যৌথ উদ্যোগ

ধরন- 'গ': বাংলাদেশে বসবাসকারী দেশীয় উদ্যোক্তার শতভাগ মালিকানা

এই তিন ধরনের উদ্যোক্তা যদি ইপিজেডে কারখানা স্থাপন করতে চায়, তাহলে তাদের নিম্নলিখিত নথিপত্র জমা দিতে হবে:

১. টিন সনদ
২. ভ্যাট সনদ
৩. ট্রেড লাইসেন্স
৪. বিটিএমএ সনদ
৫. রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) থেকে প্রাপ্ত অনুমতিপত্র
৬. অগ্নি নিরাপত্তা লাইসেন্স
৭. বয়লারের অনুমতি
৮. পরিবেশ ছাড়পত্র
৯. বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) সনদ
১০. বিমা কোম্পানি থেকে গৃহীত অগ্নি বিমা
১১. কাস্টমস বন্ড নিবন্ধন
১২. কাস্টমস থেকে প্রাপ্ত সাধারণ বন্ড সুবিধা

কারখানা স্থাপনের পর সেগুলো সুষ্ঠুভাবে এবং আইন, বিধি ও প্রবিধানমালা অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কিনা, তা নিশ্চিত করতে ইপিজেড কর্তৃপক্ষ কারখানাগুলো ক্রমাগত পরিদর্শন করে থাকে। উপরন্তু, ইপিজেড নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ ইপিজেড পরিদর্শক ও শিল্প পুলিশের মাধ্যমে কারখানায় পালনীয় সামাজিক, পরিবেশগত আবশ্যিক শর্তসমূহ সব ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শন করে।

পরিশিষ্ট ৪: অনানুষ্ঠানিক আরএমজি কারখানা ব্যবস্থাপনায় সরকারি সংস্থার পরিকল্পনা

যেসব তৈরি পোশাক কারখানা অনানুষ্ঠানিক হিসেবে বিবেচিত, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে সংজ্ঞা অনুযায়ী অনানুষ্ঠানিক নয়। এসব তৈরি পোশাক কারখানা আসলে মৌসুমি কারখানা। এই মৌসুমি কারখানাগুলো সাধারণত সেই সময় চালু করা হয়, যখন পোশাকের ক্রয়াদেশ তুঙ্গে থাকে। অনানুষ্ঠানিক কারখানাগুলোর ব্যবসা করার জন্য কোনো নিবন্ধন নেই। এখানে শ্রমিক ও কর্মচারীরা সাধারণত অস্থায়ী বা চুক্তিভিত্তিক। আরএমজি খাতের কর্মকর্তারা বা নতুন উদ্যোক্তারা এ ধরনের কারখানা স্থাপন করে থাকেন। এগুলো মূলত বিশেষ ধরনের সাব-কন্ট্রাক্টিং কারখানা, যেগুলো কিছু মেশিন কিনে সেটআপ করা হয় এবং কেবল ক্রয়াদেশ পাওয়ার ভিত্তিতে শ্রমিক নিয়োগ করে উৎপাদন কার্যক্রম চালানো হয়। সে কারণে এগুলোকে সাধারণত মৌসুমি কারখানা বলা হয়। এসব কারখানার অধিকাংশই কমপ্লায়েন্স বজায় রাখে না। এমনকি তারা কোনো সমিতির (বিজিএমইএ, বিকেএমইএ) সদস্য হওয়ার যোগ্যও নয়। সেজন্য এ ধরনের কারখানাগুলোকে অনানুষ্ঠানিক কারখানা বলাই শ্রেয়। এ ধরনের কারখানাগুলোর ওপর

এখনো সরকারের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ নেই, কারণ কারখানাগুলো আইন মেনে নিবন্ধিত নয়, এমনকি কোনো সমিতির সঙ্গেও তারা যুক্ত নয়। দুর্ভাগ্যবশত অনানুষ্ঠানিক কারখানার সমস্যা সমাধানে সরকারের কোনো পরিকল্পনা আছে বলে মনে হয় না; তবে সম্প্রতি আরএমজি কারখানার জন্য একটি নতুন সাবকন্ট্রাক্টিং গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে।

শত শত সাব-কন্ট্রাক্টিং কারাখানা গড়ে উঠছে যেগুলো সরকারি নিয়ম-কানুন, যেমন ভবন, পরিবেশ, অগ্নি ও শ্রমিকদের নিরাপত্তার শর্তসমূহ পরিপালন করে না। এগুলোর সবার অগ্নি নিরাপত্তা লাইসেন্স নেই এবং তারা কোনো সমিতির তালিকাভুক্ত নয়। এমনকি সরকারও তাদের ওপর নজরদারি করছে না। তবে সম্প্রতি কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফি) সাব-কন্ট্রাক্টিং কারখানাগুলো পর্যবেক্ষণ করেছে। ডাইফি-এর পরিদর্শকরা কারখানাগুলো পরিদর্শন করেন এবং যখন একটি কারখানা স্থাপন করা হয়, তখন তারা নজরদারি করেন। যদি কোনো সমস্যা পাওয়া যায়, তাহলে পরিদর্শকরা সুপারিশ দেন এবং সেগুলো সমাধান করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেন। এসব কারখানার কেউ কেউ সময়মতো শ্রমিকদের মজুরি দেয় না, ফলে শ্রমিকরা রাস্তায় নামতে বাধ্য হন, যার দায় গিয়ে পড়ে পুরো পোশাক খাতের ওপর।

সাব-কন্ট্রাক্টিং কারখানার জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাগুলোর কাছ থেকে ছাড়পত্র পাওয়া সহজ ব্যাপার নয়, কারণ সরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার প্রতিনিধিরা প্রকৃতপক্ষে সহযোগিতার মনোভাব দেখান না। যে কারখানাগুলো সাব-কন্ট্রাক্টিং ভিত্তিতে কাজ করে, একটি বড় জায়গা ভাড়া নেওয়া এবং সব ধরনের নিয়ম অনুসরণ করে সব ধরনের নিরাপত্তা কমপ্লায়েন্স বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত পুঁজি তাদের কাছে নেই। তাই নিরাপদ কর্মক্ষেত্র গড়ে তুলতে পর্যাপ্ত তহবিল ও অর্থায়ন প্রয়োজন। নন-কমপ্লায়েন্ট সাব-কন্ট্রাক্টিং কারখানার মালিকরা প্রায়ই এ খাতের সংগঠনগুলোয় তালিকাভুক্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে থাকে এবং সরকারি পর্যবেক্ষণকে স্বাগত জানায়। তবে তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ কিছু মানদণ্ড নির্ধারণ করে দিয়েছে যা বেশিরভাগ সাব-কন্ট্রাক্টিং কারখানা সেগুলো পূরণ করতে পারে না বলে সংগঠনগুলো দাবি করেছে। এই অনানুষ্ঠানিক কারখানাগুলো বিজিএমইএ বা বিকেএমইএ বা কোনো সংগঠনের সদস্য হতে পারে না। কারণ তারা স্বল্প পুঁজি, কমসংখ্যক যন্ত্রপাতি এবং সীমিত সক্ষমতা নিয়ে কাজ করে।

আনুষ্ঠানিক কারখানাগুলোর সক্ষমতার অতিরিক্ত ক্রয়াদেশের সাব-কন্ট্রাক্ট পাওয়ার উদ্দেশ্যে তৈরি পোশাক খাতের অনেক প্রাক্তন কর্মকর্তা কারখানা স্থাপন করে থাকেন। তারা মৌসুমে কারখানা স্থাপন করে ক্রয়াদেশ নেন, শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেন এবং শ্রমিকদের অর্ধেক মজুরি দেন। কখনোবা বিনা মজুরিতেই কাজ করিয়ে নেয়। এই মালিকরা কোনো আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করেন না এবং শ্রমিকদের সঙ্গে এমন আচরণ করেন, যা তাদের প্রাপ্য নয়। এসব বিষয় মোকাবিলায় সরকার একটি জাতীয় ত্রিপক্ষীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং 'আরএমজি সাব-কন্ট্রাক্টিং নির্দেশিকা ২০১৯' শিরোনামে একটি সাব-কন্ট্রাক্টিং নির্দেশিকা তৈরি করেছে। সদ্যপ্রবর্তিত এই নির্দেশিকা অনুসারে, সাব-কন্ট্রাক্টিং কারখানাগুলোকে সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোর (বিজিএমইএ, বিকেএমইএ) সদস্য হতে হবে এবং নিয়মিত তাদের লাইসেন্স নবায়ন করতে হবে। সাব-কন্ট্রাক্টিং কারখানাগুলোকেও সংশ্লিষ্ট আইন ও নিয়ম এবং সরকার-অনুমোদিত বিভিন্ন শর্তাবলি পরিপালন করতে হবে। নির্দেশিকা অনুসারে, যে কারখানাগুলো সম্পূর্ণভাবে সব ধরনের অনুশাসন মেনে চলবে, কেবল তারাই সাব-কন্ট্রাক্টরের কাজ পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে এবং এ বিষয়ে একটি চুক্তি থাকতে হবে, যার কপি অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ব্যবসা সংগঠনকে দিতে হবে।

পরিশিষ্ট সারণি ২: সাবকন্ট্রাক্টিং নির্দেশিকার বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ

ইস্যু	বিশেষ বৈশিষ্ট্য
পারমিট	কারখানার লে-আউট প্ল্যান অবশ্যই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অনুমোদিত হতে হবে।
ন্যূনতম মজুরি	সাব-কন্ট্রাক্টিং কারখানায় শ্রমিকদের জন্য সরকার-নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করতে হবে এবং কারখানার কাঠামোগত নকশা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হবে।
কর্মীদের বিমা সুবিধা	সাব-কন্ট্রাক্টিং কারখানার শ্রমিকদের অবশ্যই গোষ্ঠী বিমার সুবিধা থাকতে হবে এবং কারখানা কর্তৃপক্ষ নিয়মিতভাবে বিমার প্রিমিয়াম পরিশোধ করবে।
পরিবীক্ষণ ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা	সাব-কন্ট্রাক্টিং কারখানাগুলোর বিভিন্ন শর্ত (কমপ্লায়েন্স) পরিপালনের পরিস্থিতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন এবং এক্ষেত্রে কোনো বিচ্যুতি দেখা গেলে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নিতে হবেএবং এটি তাদের নিজ নিজ বাণিজ্য সংগঠনকে অবহিত করতে হবে

সূত্র: সাব-কন্ট্রাক্টিং নির্দেশিকা ২০১৯।

শুধু একটি নির্দেশিকা থাকাই যথেষ্ট নয়। এক্ষেত্রে সরকারকে অনানুষ্ঠানিক কারখানা এবং কারখানার শ্রমিকদের দেখভালের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। সকল মৌসুমি, অনানুষ্ঠানিক ও ক্ষুদ্র কারখানাকে সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। সরকারও এটিও ঘোষণা করতে পারে যে, সকল কারখানাকে সাব-কন্ট্রাক্টিং নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে। এতে করে কারখানায় ন্যূনতম নিরাপত্তা ও শ্রম-সংক্রান্ত অনুশাসনগুলো প্রতিপালন নিশ্চিত হতে পারে।

বাংলাদেশে একটি শিল্পকারখানা স্থাপন বেশ সময়সাপেক্ষ ও জটিল এক প্রক্রিয়া। নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, শিল্পকারখানা স্থাপনের জন্য লাইসেন্স, সনদ অনুমোদন বা নিবন্ধনের ক্ষেত্রে কী কী প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কোথায় জমা দিতে হবে, সেসব তথ্য সঠিকভাবে জানতে পারা একজন উদ্যোক্তার জন্য কঠিন বিষয়। অধিকন্তু, সব খাতের জন্য লাইসেন্স, নিবন্ধন বা সনদ পাওয়ার প্রক্রিয়াটি একরকম নয়। দেশে শিল্প ও অর্থনীতির প্রসার ঘটার সাথে সাথে এসব শিল্পকারখানার জন্য প্রয়োজনীয় কমপ্লায়েন্স বা আবশ্যিক শর্তসমূহ (যেমন- ভবন নির্মাণে নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা এবং পরিবেশগত নিরাপত্তা) অনুসরণ করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য হলো, শিল্পকারখানা স্থাপনে বিভিন্ন আইনগত, প্রতিষ্ঠানিক ও প্রায়োগিক বিষয়সমূহ উপস্থাপন করা। মূলত চারটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প খাত— তৈরি পোশাক, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ওষুধশিল্প এবং চামড়াজাত পণ্য— এই চার খাতে শিল্পকারখানা স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত ও নথিসমূহ কীভাবে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের কাছে সহজলভ্য করে তোলা যায় সে বিষয়টিই এ গবেষণা প্রতিবেদনের মূল প্রতিপাদ্য।

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE
সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
Centre for Policy Dialogue (CPD)

german cooperation
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

Implemented by:
giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH